বাংলার উচ্চশিক্ষা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বাংলার উচ্চশিক্ষা

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

সূচীপত্র

মলাট-চিত্র ॥ হিন্দু কলেজ। আনুমানিক ১৮৪৭ সালে অঙ্কিত চিত্র হইতে

ভূমিকা

উচ্চশিক্ষা বলিতে আমরা এখানে ইংরেজি শিক্ষাই বুঝিব।

বাংলাদেশে ব্রিটিশের অধিকার স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালিরা নানা ভাবে ইংরেজের সংস্পর্শে আসিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু নিয়মমত ইংরেজি শিক্ষার জন্য তাঁহারা ১৮১৬ সনের পূর্বে সচেষ্ট হন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকেই কিন্তু বিলাতে সার্ চার্লস গ্রাণ্ট ইহার সপক্ষে আন্দোলন শুরু করিয়া দিয়াছিলেন। এদেশে কোম্পানির কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ১৭৯০ সনে বিলাতে যান এবং সেখানে দুইটি বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত করেন। প্রথমটি হইল ভারতবর্ষে খ্রীস্টান পাদ্রীদের অবাধ প্রবেশাধিকার, আর দ্বিতীয়টি—ভারতবাসীদের মধ্যে "আলো ও জ্ঞান" ("light and knowledge") বিকীরণের জন্য ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষার বহুল প্রচলন। ১৭৯৩ সনে কোম্পানির নূতন সনন্দ আইনের ভিতরে যাহাতে এই বিষয় দুইটি সন্নিবিষ্ট হয় সেইজন্য ইহার পূর্ব বৎসর, ১৭৯২ সনে, তিনি নেতৃস্থানীয় ইংরেজ ও পার্লামেণ্ট-সদস্যদের অবগতির জন্য একখানি পুস্তিকা প্রচারিত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই কার্যে প্রধান সমর্থক ছিলেন সার্ উইল্‌বারফোর্স। এই প্রস্তাব লইয়া পার্লামেণ্টে বিতর্ক উপস্থিত হইলে তখন কোনো কোনো সদস্য বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে ইংরেজি স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে একদিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ইহা হাতছাড়া হইয়া যাইবে। কর্তৃপক্ষ উভয় প্রস্তাবেরই বিরোধী থাকায় তখন কার্যকরী ভাবে সনন্দ আইনে স্থান লাভ করে নাই। তবে এই আন্দোলনে কিন্তু ছেদ পড়ে নাই। গ্রাণ্ট ১৭৯৭ সনে পুনরায় তাঁহার পুস্তিকাখানির মর্ম কোম্পানির ডিরেক্টর-সভার নিকট পেশ করেন।

ওদিকে এদেশে ও বিলাতে ইংরেজদের মধ্যে আর-এক শ্রেণীর লোক দেখা দিলেন, যাঁহারা প্রাচ্যবিদ্যা তথা সংস্কৃত আরবি ফারসির বিশেষ পক্ষপাতী।

কোম্পানির আমলের প্রথম দিকে কর্তৃপক্ষ নিজ প্রয়োজনে কলিকাতা মাদ্রাসা (১৭৮১), বারানসীতে সংস্কৃত কলেজ (১৭৯২) এবং কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ (১৮০০) স্থাপন করেন। নানা কারণে প্রাচ্য-বিদ্যার সুষ্ঠু কেন্দ্ররূপে এগুলি গড়িয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। সরকারী ঔদাসীন্য হেতু এসব বিদ্যার অনুশীলন ও উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি এইসকল সাহিত্যের অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেন বটে, কিন্তু ইহাদের সংরক্ষণ ও উন্নতির পক্ষে উহা মোটেই যথেষ্ট ছিল না। প্রাচ্যবিদ্যায় সুপণ্ডিত হেনরী টমাস কোলব্রুক সরকারী কার্য হইতে অবসর লইয়া বিলাত যান ও সেখানে কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিদের মধ্যে স্থানলাভ করেন। এখানে বড়লাট লর্ড মিণ্টোও প্রাচ্যবিদ্যার বিশেষ সমর্থক ছিলেন। তিনি ১৮১১ সনের ৬ই মার্চ একটি সরকারী 'মিনিটে' প্রাচ্যবিদ্যার সংরক্ষণে ইংরেজ জাতির যে একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে তাহার উল্লেখ করিয়া বিশদ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন।

১৮১৩ সনে সনন্দ আইন নূতন করিয়া বিধিবদ্ধ হইবার কথা। ইহার পূর্বেই কোলব্রুক মন্ত্রীসভায় স্থান পাইয়াছেন, মিণ্টোর মিনিটও তখন তাঁহাদের হস্তগত। ১৭৯২ সন হইতে আরব্ধ আন্দোলন এই সময়ে নূতন আকারে দেখা দিল। তাই কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার এবং প্রাচ্যবিদ্যা সংরক্ষণ ও অনুশীলন এই দুই মতবাদের কতকটা সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ১৮১৩ সনের সনন্দ আইনে একটি ধারা[১] জুড়িয়া দিলেন। ইহাতেও কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যার অনুশীলনের দিকেই কর্তৃপক্ষের অধিকতর ঝোঁক বুঝা গেল। এদেশের শিক্ষাও যে একটি সরকারী দায় এই সময় হইতে আইন দ্বারা তাহাও স্বীকৃত হইল।

---

১ ধারাটি এখানে হুবহু উদ্ধৃত হইল :

"It shall be lawful for the Governor-General in Council to direct that out of any surplus which may remain of the rents,

সনন্দোক্ত ধারাটির দুই অংশ। প্রথম অংশে বলা হয় যে, সাহিত্যের পুনঃ-প্রচার ও পণ্ডিতদের উৎসাহদান এবং এদেশবাসীদের মধ্যে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রবর্তন ও উন্নতিসাধন কল্পে বৎসরে উদ্বৃত্ত রাজস্ব হইতে অন্যূন এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে। দ্বিতীয় অংশ হইতে জানা যায় যে, এই উদ্দেশ্যে বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে যেসব বিদ্যালয় বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে সেগুলি সপরিষদ বড়লাট কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে। তবে এই-সকল প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক বা কর্মী নিয়োগের ভার সেই সেই অঞ্চলের কর্তৃপক্ষের উপরই ন্যস্ত থাকিবে। ১৮১৪ সনের ৩রা জুন ডিরেক্টর-সভা উক্ত ধারার ব্যাখ্যানুমূলক একটি নির্দেশপত্র বড়লাট হেস্টিংসকে (লর্ড

revenues, and profits arising from the said territorial acquisitions, after defraying the expenses of the military, civil and commercial establishments and paying the interest of the debt, in manner hereinafter provided, a sum of not less than one lac of rupees in each year shall be set apart and applied to the revival and improvement of literature and the encouragement of the learned natives of India, and for the introduction and promotion of a knowledge of the sciences among the inhabitants of the British territories in India; and that any schools, public lectures, or other institutions, for the purposes aforesaid, which shall be founded at the presidencies of Fort William, Fort St. George, or Bombay, or in any other part of the British territories in India, in virtue of this Act shall be governed by such regulations as may from time to time be made by the said Governor-General in Council; subject nevertheless to such powers as are herein vested in the said board of Commissioners for the affairs of India, respecting colleges and seminaries: Provided always, that all appointments to offices in such schools, lectureships and other institutions, shall be made by or under the authority of the governments within which the same shall be situated."

ময়রা) পাঠান। ইহাতে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার উদ্দেশ্য এবং বিভিন্ন বিভাগে অর্থব্যয়ের আশু প্রয়োজনীয়তার বিষয়ের উল্লেখ থাকে। লর্ড হেস্টিংস এই নির্দেশপত্র মানিয়া লইলেও, জনশিক্ষার প্রসারকল্পে গবর্নমেণ্টের ইতি-কর্তব্য সম্বন্ধে ১৯১৫ সনের ২রা অক্টোবর তারিখের একটি মিনিটে বিশদভাবে আলোচনা করেন। কিন্তু কি প্রাচ্যবিদ্যা ও জনশিক্ষা কোনো বিভাগের কর্মে সরকারকে পরবর্তী দশ বৎসরকাল তেমন আগ্রহ প্রকাশ করিতে দেখি না।

উচ্চশিক্ষার আয়োজন

কিন্তু এই সময়ের (১৮১৫-২৩) মধ্যে উচ্চশিক্ষা তথা ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য বেসরকারী আয়োজন শুরু হইল। ইংরেজ, ফিরিঙ্গী ও বাঙালিরা কলিকাতায় কয়েকটি পাঠশালা বা স্কুল স্থাপন করেন। কিন্তু ইহাদের প্রায় সবই নিতান্তই কাজ-চালানো গোছের ছিল। কতকগুলি ইংরেজি শব্দ মুখস্থ করার পর এখানকার শিক্ষা সমাপ্ত হইত। এরূপ অল্পশিক্ষায় পরস্পরের ভিতরে ভাবের আদান-প্রদান সম্ভবপর ছিল না, পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা বা আহরণ তো দূরের কথা। কলিকাতায় ও উপকণ্ঠে উন্নত ধরনের পাঠশালা স্থাপন করিয়া তাহাতে বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের আয়োজন করেন খ্রীস্টান পাদ্রীরা। মাতৃভাষার মাধ্যমে জনচিত্তে খ্রীস্টতত্ত্ব সহজে বদ্ধমূল হইতে পারে— এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই যে তাঁহারা এরূপ পাঠশালা প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হন তাহার প্রমাণ আছে। আবার, তাঁহারা ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠায় যে প্রথম প্রথম উৎসুক হন নাই, তাহার মূলে হয়তো রাজনৈতিক কারণও ছিল।

যাহা হউক, ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণের চেষ্টা কি খ্রীস্টান পাদ্রী কি ইংরেজ সরকার কাহারো দ্বারা প্রথমে হয় নাই।

ইহার মূলে বাঙালি প্রধানদের এবং সুবিজ্ঞ সংস্কৃতবিদ্ পণ্ডিতগণের যথেষ্ট প্রেরণা রহিয়াছে। আজ এ কথা কাহারো অবিদিত নাই যে, সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা দ্বারাই সর্বপ্রথম এইরূপ ইংরেজি শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়। ডেভিড হেয়ার হিন্দু কলেজের পরিকল্পনা রচনা করিয়া হিন্দু প্রধানদের হাতে দেন। এইরূপ একটি বিদ্যালয়ের অভাব তাঁহারা কিছুদিন যাবৎ অনুভব করিতেছিলেন। উক্ত পরিকল্পনার মধ্যে ইহার স্পষ্ট রূপ লক্ষ্য করিয়া বিদ্যালয়স্থাপনে তাঁহারা উদ্যোগী হইলেন। এইরূপ একটি সাধু প্রস্তাব যাহাতে আশু কার্যে পরিণত হয় সেজন্য দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্ এড্ওয়ার্ড হাইড ঈস্টকে ধরিলেন। ঈস্ট সাহেবের আমন্ত্রণে ১৮১৬ সনের ১৪ই মে বহু মান্যগণ্য হিন্দু ও সুবিখ্যাত পণ্ডিত সভায় সমবেত হইয়া উক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিলেন। সভায় রামমোহন রায়ের কথা উঠিল বটে, কিন্তু একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্রাহ্মণ এই বলিয়া ভীষণ আপত্তি জানাইলেন যে, তিনি হিন্দুধর্মের বিরোধী সুতরাং তাঁহাকে বাদ দিয়াই তাঁহাদিগকে এ কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা যে প্রথম হইতেই রামমোহন জানিতেন এবং ইহার প্রতিষ্ঠায় তাঁহার সার্থক সমর্থন ছিল ইহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কলেজের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট থাকিলে হিন্দু প্রধানগণের আপত্তিহেতু ইহার প্রতিষ্ঠায়ই বিঘ্ন ঘটিতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তিনি ইহা হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। বস্তুতঃ ইংরেজি শিক্ষার জন্য একটি উন্নত ধরনের বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠার কথা তৎকর্তৃক আহূত একটি বৈঠকে ডেভিড হেয়ার ১৮১৫ সনে সর্বপ্রথম উত্থাপন করিয়াছিলেন রামমোহনের ব্রহ্মসভা তথা বেদান্ত বিদ্যালয় স্থাপন প্রস্তাবের সংশোধনী রূপে।

একই স্থলে দ্বিতীয় সভা হয় পরবর্তী ২১শে মে। প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের নাম স্থির হইল 'হিন্দু কলেজ'। এই অধিবেশনে বিদ্যালয় সম্পর্কে যাবতীয় ব্যবস্থা করিবার জন্য দশ জন ইউরোপীয় এবং কুড়ি জন হিন্দু সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইল। ইউরোপীয় সদস্য ছিলেন সার্ এড্ওয়ার্ড হাইড ঈস্ট, জন

হার্বার্ট হেরিংটন, ডব্‌লিউ. সি. ব্লাকিয়ার, জে. এইচ. টেলর, হোরেস হেম্যান উইলসন, এন্‌. ওয়ালিচ, উইলিয়ম ব্রাইস, ডি. হিমিং, টমাস রোবাক, ফ্রান্সিস আর্ভিন। হিন্দু সদস্যগণের নাম : পণ্ডিত চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রঘুমণি বিদ্যাভূষণ, তারাপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ, গোপীমোহন ঠাকুর, হরিমোহন ঠাকুর, গোপীমোহন দেব, জয়কৃষ্ণ সিংহ, রামতনু মল্লিক, অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদুলাল দে (সরকার), রাজা রামচাঁদ, রামগোপাল মল্লিক, বৈষ্ণবদাস মল্লিক, চৈতন্যচরণ শেঠ, শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব, রামরত্ন মল্লিক, কালীশঙ্কর ঘোষাল। ১১ই জুন কমিটির যে অধিবেশন হয় তাহাতে ইউরোপীয় সদস্যগণ কলেজ প্রতিষ্ঠা-কার্যে প্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য করিতে সমর্থ হইবেন না বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন। তবে তাঁহারা আশ্বাস দিলেন যে, ব্যক্তিগত ভাবে যতটা সম্ভব সাহায্য করিতে তাঁহারা বিরত হইবেন না। কলেজের নিয়মকানুন পরবর্তী আগস্ট মাসে স্থিরীকৃত হইল। কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে কলিকাতার ধনাঢ্য পরিবারগুলি একে একে বিস্তর অর্থ দিবার অঙ্গীকার করিলেন। বর্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদ বাহাদুর তের হাজার টাকা দান করিলেন। প্রথম সভা হইবার অল্পকালের মধ্যেই লক্ষাধিক টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। বড়লাটের বিশেষ অনুমতি লইয়া ক্যাপ্‌টেন ফ্রান্সিস আর্ভিনকে কলেজের ইউরোপীয় সম্পাদক পদে নিয়োগ করা হয়। দেশীয় সম্পাদক হইলেন দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। কলেজের দুইটি বিভাগ— স্কুল বা পাঠশালা এবং অ্যাকাডেমি বা মহাবিদ্যালয়। তবে স্কুল-বিভাগের কার্যারম্ভ করাই আগে ধার্য হয়।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য স্বতঃই মুখ্যস্থান লাভ করে। ইংরেজি ছাড়া বাংলা, সংস্কৃত এবং ফারসি ভাষা শিক্ষারও ব্যবস্থা হইল। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানাদি ইংরেজির মাধ্যমেই শেখানো সাব্যস্ত হয়। এজন্য শিক্ষকগণ নিযুক্ত হইলেন। প্রধানশিক্ষকের পদে বৃত হন চন্দননগর-নিবাসী জেম্‌স আইজাক ডি'আন্‌সেল্‌ম। ১৮১৭ সনের ২০শে জানুয়ারি ৩০৪ নং চিৎপুর রোডে গোরাচাঁদ বসাকের ভবনে কুড়ি জন ছাত্র লইয়া হিন্দু কলেজের

কার্য যথারীতি আরম্ভ হইল। এই দিনটি বাংলা তথা ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষার ইতিহাসে একটি অতীব স্মরণীয় দিবস। এই দিন বহু গণ্যমান্য হিন্দু ও পণ্ডিতবর্গ উপস্থিত থাকিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। হিন্দু কলেজ 'মহাপাঠশালা' 'মহাবিদ্যালয়' এরূপ নামেও ইহার পর কখনো কখনো আখ্যাত হইতে থাকে। এইরূপে সম্পূর্ণ বেসরকারী প্রেরণা ও প্রযত্নে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সুষ্ঠুরূপে ইংরেজি শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হইল।

কিন্তু উচ্চশিক্ষার বনিয়াদ পাকা করিতে হইলে যে নিম্নতন শিক্ষাব্যবস্থার সম্যক্ উন্নতি ও প্রসার আবশ্যক সে কথাও তৎকালীন সমাজহিতৈষী ব্যক্তিগণ ভুলিয়া যান নাই। বাংলা ও ইংরেজি পাঠ্য পুস্তক রচনার জন্য ইংরেজ এবং বাঙালিদের লইয়া ১৮১৭ সনের ৪ঠা জুলাই কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি নামে একটি বেসরকারী সমিতি গঠিত হয়। আবার, ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ না হওয়ায় ঐ সময়কার জনশিক্ষার কেন্দ্র পাঠশালাসমূহকে সংস্কার করিবার মানসে বৎসরখানেক পরে ১৮১৮ সনের ১লা সেপ্টেম্বর এই সমিতিরই অনুপ্রাণনায় কলিকাতায় স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।[২] এখানে শুধু এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তৎকাল-প্রচলিত শিক্ষাকেন্দ্রগুলির সংস্কারসাধন করিয়া উচ্চশিক্ষার মূলেই রসদ যোগাইবার ব্যবস্থা হয়। যথোচিত বাংলা শিক্ষার পর স্কুল সোসাইটির আদর্শ বিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজি শিখিয়া ছেলেরা হিন্দু কলেজে প্রবেশ লাভ করিত। সোসাইটি কর্তৃক কলেজে প্রেরিত প্রথমে বিশ ও পরে ত্রিশ জন উৎকৃষ্ট ছাত্রের বেতন তাঁহারা বহন করিতেন। অর্থাভাবে সোসাইটির কার্য সঙ্কুচিত হইলে, ১৮৩৪ সন নাগাদ ডেভিড হেয়ারের সাক্ষাৎ-তত্ত্বাবধানে এবং অর্থানুকূল্যে ইহার পটলডাঙ্গা বিদ্যালয় একটি আদর্শ ইংরেজি স্কুলে পরিণত হইয়াছিল। এটি ছিল তখন অবৈতনিক। উচ্চ এবং নিম্ন শিক্ষার যোগসূত্র স্বরূপ হইয়া ছিল এই বিদ্যালয়টি।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার আয়োজনের প্রায় সমসময়ে রামমোহন রায় শিমলায় একটি ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই পরে হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব

২ এসকল বিষয় বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের 'বাংলার জনশিক্ষা' পুস্তকে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

দিকে নূতন বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। রামমোহন তখন ইহার নাম দেন অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল। নাম হইতেই প্রকাশ, এখানেও ইংরেজি নিয়মিত ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত। তবে এখানকার শিক্ষার অনেকটা বৈশিষ্ট্য ছিল। ধর্ম ও নীতি শিক্ষার উপর এখানে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা কেহ কেহ পরবর্তী কালে যে বিশেষ ভাবে সাজাত্যবোধে ও হিন্দু-সংস্কৃতি সংরক্ষণে যুগপৎ উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা ঐখানকার বিশেষ শিক্ষারই ফল বলা যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই অ্যাংলো-হিন্দু বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। এই বিদ্যালয়ের অনুরূপ ভবানীপুরে জগমোহন বসুও একটি ইংরেজি বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন। এ বিদ্যালয়টি বহু পুরাতন, ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। তখনকার ইংরেজি বিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিত। এই-সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বাংলা ভাষাও ভালো করিয়া অধিগত করিতে ত্রুটি করিত না। এই দুইটি বিদ্যালয়ও প্রথমে অবৈতনিক ছিল।

উচ্চশিক্ষার জন্য গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বঙ্গদেশে যেসব প্রচেষ্টা হয় তাহাতে দেশী-বিদেশীরা কখনো সম্মিলিত ভাবে, কখনো একক ভাবে উদ্যুক্ত হইয়াছেন। এই দশকে পাদ্রীদের তরফেও বিশেষ চেষ্টা হয়। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন ১৮১৮ সনে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার দুই বৎসর পরে বিশপ মিড্‌লটন কর্তৃক কলিকাতায় বিশপস কলেজ স্থাপিত হয়। উভয় কলেজেই ইংরেজির মাধ্যমে সাহিত্য, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবার আয়োজন হইল। তবে একথা ভুলিলে চলিবে না যে, এ দুইটিই ছিল পাদ্রীদের প্রতিষ্ঠান। খ্রীস্টধর্মের বিষয় শিক্ষা দেওয়া এবং ইহা প্রচারের জন্য প্রচারক তৈরি করাই উভয়ের মূল উদ্দেশ্য ছিল। তবে দুইটি কলেজেই দেশীয় যুবকদের গ্রহণ করা হইবে এরূপ নিয়মও ধার্য হয়। বিশপস কলেজে দেশীয়দের মধ্যে শুধু দেশীয় খ্রীস্টানদেরই স্থান হইত। শ্রীরামপুর কলেজে অখ্রীস্টান ভারতবাসীও বরাবর প্রবেশের সুবিধা পাইয়াছে।

গবর্নমেণ্টের শিক্ষা-নীতি

গবর্নমেণ্ট কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারকল্পে এ পর্যন্ত আদৌ অবহিত হন নাই। ১৮১৩ সনে প্রতি বৎসর শিক্ষাখাতে এক লক্ষ টাকা ব্যয়ের যে কথা হয় তদনুসারে পুরাপুরি কার্যও হইল না। সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারের জন্য ত্রিহুত ও নবদ্বীপে তুইটি কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইয়াছিল ১৮১১ সনে। কিন্তু ১৮২১ সন পর্যন্ত কোথাও কলেজ স্থাপিত হইল না। ইতিমধ্যে সরকারের মতিগতিও বদলাইয়া গিয়াছিল। ১৮২১ সনে ডাঃ হোরেস হেম্যান উইলসনের পরামর্শে সরকার পূর্ব প্রস্তাব বর্জন করিয়া শাসনকেন্দ্র কলিকাতায়ই একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের মনস্থ করিলেন। তাঁহারা এইজন্য প্রতি বৎসর পঁচিশ হইতে ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করিতেও রাজি হইলেন। কিন্তু পরবর্তী দেড় বৎসরের মধ্যেও ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মাত্র বেসরকারী প্রচেষ্টায় এযাবৎ জনশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার যেরূপ আয়োজন হইতেছিল, সরকার তাহা নিশ্চয়ই অবগত ছিলেন। ১৮২৩ সনের মে-জুন মাসে হিন্দু কলেজ ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটির পক্ষ হইতে তাঁহাদের নিকট সাহায্যের আবেদনও আসে। সরকার শেষোক্ত সোসাইটিকে পরবর্তী জুন মাস হইতেই প্রতি মাসে পাঁচ শত টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিলেন। হিন্দু কলেজে সাহায্য দান তখনকার মত স্থগিত থাকে। চুঁচুড়া অঞ্চলে পাদ্রী রবার্ট মে স্বাধীন ভাবে বহু পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮২৩ সন হইতে সরকার এসবেরও পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেন।

এইরূপ আংশিক সাহায্যদানেই সরকারের দায়িত্ব পর্যবসিত হইতেছিল। কিন্তু ১৮২৩ সনের মাঝামাঝি তাঁহারা এদেশবাসীর শিক্ষার দায়িত্ব আর এড়াইতে পারিলেন না। বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার অনুসন্ধান, পরিচালন এবং উন্নতিসাধন সম্পর্কে ১৮২৩ সনের ১৭ই জুলাই সরকার একটি কমিটি স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন। ৩১শে জুলাই কমিটি গঠিত

হইল। ইহার নাম হইল জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন বা শিক্ষা-বিষয়ক সাধারণ সভা। আমরা অতঃপর ইহাকে সংক্ষেপে 'শিক্ষা-সভা' বলিয়া আখ্যাত করিব। এই সভার কার্য শুধু বাংলাদেশে নয়, সমগ্র উত্তর-ভারতে পরিব্যাপ্ত হইল। সভার প্রথম সভাপতি হইলেন সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি জন হার্বার্ট হেরিংটন এবং সম্পাদক হইলেন ডাঃ হোরেস হেম্যান উইলসন। প্রস্তাবিত সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ভারও এই সভার উপব ন্যস্ত হইল। কমিটি গঠিত হইবার পর তাঁহারা একদিকে যেমন শিক্ষা-বিষয়ক অনুসন্ধান-কার্যে ব্যাপৃত হইলেন, অন্যদিকে তেমনি আশু সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠায়ও মনঃসংযোগ করিলেন। ১৮২৪ সনের ২২শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা গোলদীঘির উত্তর-পার্শ্বে সংস্কৃত কলেজের ভিত্তি-প্রস্তর মহাসমারোহে প্রোথিত হইল। ইতিমধ্যে ১লা জানুয়ারি হইতে বৌবাজারের একটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে কলেজের কার্যও আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আর-একটি বিষয়ও এখানে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে হয়। আমরা দেখিয়াছি, বাংলাদেশের বিদগ্ধ সমাজ ইংরেজি শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছেন। এমনকি প্রখ্যাতনামা সংস্কৃত পণ্ডিতগণও হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করিতে দ্বিধা করেন নাই। বাঙালির মনোভাব যখন ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য তথা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ এবং অনুশীলনের অনুকূল, তখন পুরনো ধাঁচে একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা দ্বারা দেশবাসীর জ্ঞান-স্পৃহা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না—রাজা রামমোহন রায় এই মর্মে ১৮২৩ সনের ১১ই ডিসেম্বর বড়লাট লর্ড আমহার্স্টকে একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন। এখানে এই কথাও আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার মূলে বিলাতের ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বাসনা ছিল সংস্কৃতের মাধ্যমে ক্রমশঃ এদেশেও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের—যাহাকে তাঁহারা বলিতেন "useful knowledge" বা নিত্য-প্রয়োজনীয় বিদ্যা— প্রসার-সাধন। তবে আপাততঃ সংস্কৃত শিক্ষার জন্যই ইহা

প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, সরকার এই রকমের একটা ভাব সাধারণের মধ্যে জাহির করেন। পরে জানা গিয়াছে যে, রামমোহন যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, সরকারের বিবেচনায় তাহা ভিত্তিহীন বলিয়া ধার্য হয়, কারণ তাঁহাদেরও ঐরূপই ইচ্ছা! তবে একটি কথা এখানে আমাদের ভালো করিয়া মনে রাখা দরকার। সরকার সংস্কৃতের মাধ্যমেই ক্রমশঃ পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়া দেন। রামমোহনের পত্রে শিক্ষার বাহনের বিষয় স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও তাঁহার বক্তব্য বিষয়বস্তু হইতে ইহা বুঝা খুবই সহজ যে, ইংরেজি ভাষা শিক্ষার উপরই তিনি বিশেষ করিয়া জোর দিয়াছিলেন যাহাতে ঐ ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা প্রভৃতি আমরা দ্রুত আয়ত্ত করিতে পারি।

ইংরেজি শিক্ষার প্রতি এতদিন সরকার অমনোযোগী থাকিলেও, প্রতিষ্ঠার পর হইতেই শিক্ষা-সভা ইহার বিষয় চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ-সভা আয়-হ্রাস হেতু ইহার পরিচালনে বিশেষ অসুবিধার মধ্যে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের আবেদনের ফলে সংস্কৃত কলেজের নূতন গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে হিন্দু কলেজেরও স্থান হইবে সরকার এরূপ ব্যবস্থা করিলেন। এ বিষয়ে ডাঃ উইলসনের সহায়তা স্মরণীয়। হিন্দু কলেজও ১৮২৪ সন হইতে বৌবাজারের সংস্কৃত কলেজের সন্নিকট একটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে উঠিয়া আসে। এই সময় হইতে ইহাকে সরকার বাড়ি-ভাড়া বাবদ প্রতিমাসে দুই শত আশি টাকা দিতে সম্মত হন। শিক্ষা-সভার সভাপতি জে. এইচ. হেরিংটন হিন্দু কলেজের সঙ্গে কখনো সাক্ষাৎভাবে, কখনো বা পরোক্ষভাবে আগাগোড়া যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৮২১ সনে বিলাত গমন করেন। সেখানকার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটিকে[৩] বলিয়া বিজ্ঞানশিক্ষার উপযোগী বিস্তর যন্ত্রপাতি বিনামূল্যে এবং বিনা ভাড়ায় কলিকাতাস্থ হিন্দু কলেজের জন্য আনাইবার ব্যবস্থা করিলেন। যন্ত্রপাতি ছিল—মেকানিক্স, হাইড্রোস্টাটিক্স, নিউম্যাটিক্স, অপ্‌টিক্স,

[৩] ব্রিটিশ-অধিকৃত ভারতবর্ষের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে নানাভাবে সাহায্য করিবার জন্য এই সোসাইটি ১৮২১ সনের ২৬শে মে লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিদ্যুৎ, জ্যোতিষ এবং রসায়ন সম্পর্কিত। ১৮২৩ সনের জুলাই মাসে এগুলি কলিকাতায় আসিয়া পৌছিল। কিন্তু হিন্দু কলেজের তখন আর্থিক অবস্থা এমন ছিল না যে, একক ভাবে এসব সংরক্ষণ এবং শিক্ষাদানের জন্য যোগ্য শিক্ষক বা অধ্যাপক নিয়োগ করেন। যাঁহার উদ্যোগে এসকল কলিকাতায় আনা হইয়াছে সেই হেরিংটন সাহেব তখন সদ্যগঠিত শিক্ষা-সভার সভাপতি। কাজেই যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ ও অধ্যাপক নিয়োগ সম্পর্কে তাঁহার পরামর্শমত সরকার পক্ষে ব্যবস্থা হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। স্থির হইল যে, প্রস্তাবিত বিদ্যালয়-ভবনের একটি প্রকোষ্ঠে এসকল আলাদা করিয়া রাখা হইবে এবং সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরা ঐসব হইতে শিক্ষা লাভ করিবে। এইজন্য ১৮২৪ সন হইতেই কলিকাতা টাঁকশালের ফোরম্যান ডি. রস বাৎসরিক পাঁচ শত পাউণ্ড বেতনে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইংরেজি-জানা ছেলেরাই ইহা শিখিতে সমর্থ হইবে, কারণ ইংরেজির মাধ্যমে এসকল শিক্ষা দেওয়া হইবে স্থির হইল। এতদিন হিন্দু কলেজে বিজ্ঞানের প্রথম পাঠই শিখানো হইতেছিল। এইসব যন্ত্রপাতি আসার দরুন বাংলাদেশে আধুনিক বিজ্ঞান-শিক্ষা উচ্চশিক্ষা বা ইংরেজি শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হইতে চলিল।

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার একটিমাত্র কেন্দ্র হিন্দু কলেজের পরিচালনায় ১৮২৪-২৫ সনের মধ্যে কতকটা পরিবর্তন ঘটে। এযাবৎ হিন্দুগণই অধ্যক্ষ-সভার সদস্য ছিলেন। প্রতিষ্ঠার আয়োজনাদির সময় হইতেই হিন্দু কলেজের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত থাকিলেও ডেভিড হেয়ার বরাবর অন্তরালেই থাকিতেন। ১৮১৯ সনে তিনি কলিকাতা স্কুল সোসাইটি কর্তৃক হিন্দু কলেজে প্রেরিত ছাত্রদের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। ১৮২৫ সনে প্রথম কলেজের অধ্যক্ষ-সভার সদস্যরূপে তিনি আসন গ্রহণ করেন। সরকার ১৮২৪ সন হইতে কলেজ পরিচালনায় আংশিক আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করিলে তাঁহাদের পক্ষে শিক্ষা-সভার সম্পাদক ডাঃ উইলসনকে কলেজের 'ভিজিটর' নিযুক্ত করা হয়। তিনি গবর্নমেণ্টের পক্ষে কলেজ-পরিচালনায় সাহায্য করিতেন। অধ্যক্ষ-সভা তাঁহাকে

সহকারী সভাপতি নির্বাচন করিয়া লইলেন। গবর্নমেণ্টের অভিপ্রায় 'ভিজিটর' কর্তৃক অধ্যক্ষ-সভায় বিজ্ঞাপিত হইত। অধ্যক্ষ-সভা উহা মানিয়া লইবেন এরূপ প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হয় যে, হিন্দু সমাজের মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সকল কার্য নিষ্পন্ন করিতে হইবে, সেদিকে সরকার যেন লক্ষ্য রাখেন। উইলসন-প্রবর্তিত নূতন নিয়মাবলীর দরুন হিন্দু কলেজের শিক্ষার বিশেষ সংস্কার সাধিত হইল। কলেজের অধ্যাপনা-কাল, অধ্যয়ন-রীতি, ইংরেজি সাহিত্য ইতিহাস ও বিজ্ঞান চর্চার নিয়মাদি স্থিরীকৃত হইয়া পঠন-পাঠনেরও বিশেষ উন্নতি হয়। এই সময়ে কলেজে যেসব ছাত্র ভর্তি হইয়া অধ্যয়নে রত হইয়াছিলেন তাঁহারাই পরবর্তী দশ বৎসরের মধ্যে শুধু বিদ্যায় উৎকর্ষ লাভ করেন নাই, অধীত বিদ্যা বয়ঃকনিষ্ঠদের মধ্যে পরিবেশন করিয়া সমাজে এক বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

হিন্দু কলেজকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্গদেশ তথা উত্তর-ভারতে ইংরেজি শিক্ষা যে ভাবে প্রসারলাভ করে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে এই সময়ে উচ্চ-শিক্ষার প্রতি সরকারী মনোভাব কিরূপ ছিল তাহাই উল্লেখ করিব। আমরা দেখিয়াছি, সংস্কৃত সাহিত্য অনুশীলনের জন্য সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলেও বিলাতের এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বাসনা ছিল সংস্কৃতের মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথাও প্রচার করা। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা কলিকাতা মাদ্রাসার সংস্কারসাধনে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। বিলাতস্থ ডিরেক্টর-সভা এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনে যে কথঞ্চিৎ ইচ্ছুক না ছিলেন এমন নহে, কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তখনই সরাসরি ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী হইতে এই ভাবিয়া নিরস্ত হইয়াছিলেন যে, ইহা দেশবাসীর মনে অসন্তোষের উদ্রেক করিতে পারে। তবে এদেশবাসীরা যে তখনই ইংরেজি শিখিয়া পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণে উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন, রাজা রামমোহন রায়ের পত্র এবং হিন্দু কলেজের মত একাধিক ইংরেজি বিদ্যালয়ের আবির্ভাব তাহাই সূচিত করে। যাহা হউক, সরকার শিক্ষা-সভার মারফতে হিন্দু কলেজকে আর্থিক সাহায্যদানে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা পরোক্ষভাবেও স্বীকার করিয়া লইলেন। ইহার

পরে ১৮২৭ সনের ১লা মে হইতে তাঁহারা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি শ্রেণী খুলেন। ইহার দুই বৎসর পরে (১৮২৯) কলিকাতা মাদ্রাসায়ও ইংরেজি পাঠ আরম্ভ হইল। এ সময় আগ্রার সরকারী ওরিয়েণ্টাল কলেজে ইংরেজি শিখাইবার ব্যবস্থা হয়। দিল্লী ও বারানসী জেলায় ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠায়ও তাঁহারা অবহিত হইলেন। শিক্ষা-সভা ১৮২৯ সনে কলিকাতা স্কুল সোসাইটির হস্তে এক হাজার টাকা অর্পণ করেন, যাহাতে ইহার অধীন ইংরেজি বিদ্যালয়গুলির অর্থাভাব ঘুচিয়া যায় এবং তাহারা ভালো করিয়া ছেলেদের ইংরেজি শিখাইতে পারে।

শিক্ষা-সভা কিন্তু তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়াই কার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। সংস্কৃতের মাধ্যমে বাঙালি ছেলেদের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হইলে ইংরেজি ভাষায় লিখিত এ বিষয়ক গ্রন্থাদি সংস্কৃতে অনুবাদ হওয়া আবশ্যক। তাঁহারা ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি-গণকে অঙ্ক, বীজগণিত, জ্যামিতি হইতে শুরু করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা ইংরেজি পুস্তকই সংস্কৃতে অনুবাদ করাইয়া প্রকাশিত করিতে তৎপর হইলেন। প্রাচীন পুথির সঙ্গে মিলাইয়া সংস্কৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদিও এই সময় কিছু কিছু মুদ্রিত হইতেছিল। এহেতু সাক্ষাৎ ভাবে সংস্কৃত সাহিত্যাদির গ্রন্থও সংরক্ষিত হইবার সুযোগ ঘটিল। সংস্কৃতের বেলায় যেমন, কলিকাতা মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করিয়া আরবিতেও তেমনি পূর্বানুরূপ গ্রন্থসমূহ অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকে। এই অনুবাদ ও মুদ্রণকার্যে সরকার-প্রদত্ত লক্ষ টাকার একটি মোটা অংশ প্রতি বৎসর ব্যয়িত হইত। কিন্তু এইসকল পুস্তকের প্রায় সবটাই অবিক্রিত থাকিয়া যাইত।

অথচ ইংরেজি শিক্ষার ঐহিক প্রয়োজনীয়তার বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া সাধারণেও ক্রমে এদিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল। শিক্ষা-সভার প্রতিষ্ঠা হইতেই সদস্যগণের মধ্যে কয়েকজন বরাবর প্রাচীন ভাষাগুলির মাধ্যমে শিক্ষাদানের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। এইসকল ভাষায় অনুবাদ-পুস্তক প্রকাশও তাঁহারা নিরর্থক বলিয়া মনে করিতেন। ক্রমে ইংরেজি শিক্ষার প্রাবল্য ঘটিলে

তাঁহাদের মতামত স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মাঝেমাঝে প্রতিবাদ জানাইতে তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই। শিক্ষা-সভার বাৎসরিক রিপোর্ট বা কার্যবিবরণে ইংরেজি শিক্ষার কথা অল্পাধিক আলোচিত হইতে লাগিল ইংরেজি শিক্ষার সুদূরপ্রসারী ফলাফলের বিষয়ও তাঁহারা ইহাতে উল্লেখ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। ক্রমে ইংরেজি ভাষাকে শিক্ষার বাহন করা হইবে, না, প্রাচ্য ভাষাগুলি সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার বাহন থাকিয়া যাইবে ইহা লইয়া সভার সদস্যগণের মধ্যে আলোচনা চলিতে লাগিল। হিন্দু কলেজ তথা বেসরকারী ইংরেজি বিদ্যালয়গুলিতে প্রদত্ত শিক্ষার উৎকর্ষ হেতু এইরূপ আলোচনা ক্রমশঃ তীব্রতর হইয়া উঠিল।

ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষা-সভার মন্তব্য

এখানে উচ্চশিক্ষার প্রধান ও অ-প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলির বিষয় বলা আবশ্যক। হিন্দু কলেজের কথাই এখানে বিশেষ করিয়া বলিতেছি। ১৮২৪ সনে কতকটা সরকারী সাহায্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ১৮২৫ সনে হিন্দু কলেজের কোষাধ্যক্ষ জোসেফ ব্যারেটো কোম্পানি ফেল হওয়ায় ইহার মূলধন প্রায় উবিয়া যায়। কাজেই সরকারের সাহায্যের উপরই কলেজ-কর্তৃপক্ষকে অধিকতর নির্ভর করিতে হয়। এই বৎসরেই কিন্তু রাজা বৈদ্যনাথ রায় পঞ্চাশ হাজার এবং রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল ও রাজা হরিনাথ রায় প্রত্যেকে কুড়ি হাজার টাকা হিন্দু কলেজে দান করেন। এই অর্থ দ্বারা কলেজের উৎকৃষ্ট ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। কলেজের পাঠ সমাপনান্তে উচ্চতর বিদ্যা-বিষয়ে গবেষণার জন্যও কয়েকটি বৃত্তি স্থাপিত হয়। সংস্কৃত কলেজ ১৮২৬ সনের ১লা মে গোলদীঘির নূতন বাড়িতে উঠিয়া আসে। সঙ্গে সঙ্গে আগেকার নির্ধারণ মত ইহার পূর্ব এবং পশ্চিম অংশে হিন্দু কলেজও সিনিয়র এবং জুনিয়র বিভাগ লইয়া চলিয়া আসিল। কলেজের কার্য-পরিচালনায় সরকারী প্রতিনিধি স্বরূপ ডাঃ উইলসনের যোগদানের বিষয় বলিয়াছি।

১৮২৬ সন হইতে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী মেজর এ. প্রাইস্‌ও হিন্দু কলেজের অন্যতম অধ্যক্ষ হইলেন।

শিক্ষক এবং ছাত্র উভয় দিক দিয়াই এই সময়ে কলেজে মণিকাঞ্চন-যোগ হইল। অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও হিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষকের পদে ১৮২৬ সনের মে মাসে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। তিনি এই অল্প বয়সেই কবি ও সাংবাদিক রূপে কলিকাতা সমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি কলেজে চতুর্থ শ্রেণীর ছেলেদের ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস পড়াইতেন। তাঁহার অধ্যাপনার খ্যাতি ছাত্রমহলে ছড়াইয়া পড়িতে বিলম্ব হইল না। উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রেরাও আসিয়া তাঁহার অধ্যাপনা শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। এই সময়ে কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার এবং এইরূপ আরও অনেকে। ইঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই পরবর্তী জীবনে সাহিত্য, শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজসংস্কার ও সমাজসেবা, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা, সংবাদপত্র সম্পাদন, বিজ্ঞান-চর্চা, সংঘগঠন, অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে আত্মনিয়োগ করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই জ্ঞানার্জন-স্পৃহা ও স্বদেশহিতৈষণার মূলে যে ডিরোজিওর প্রেরণা ছিল তাহাও প্রায় প্রত্যেকে পরবর্তীকালে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এই সময়কার ছাত্রদের মধ্যে নীতিবোধ প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল। তখনকার প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে হিন্দু কলেজের ছেলেরা লড়িতে শুরু করিয়া দিলে সমাজে তাহাদের ভীষণ দুর্নাম হয় বটে, কিন্তু এই কথাটি সেই সময় প্রবাদবাক্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, [হিন্দু] কলেজের ছেলেরা কখনও মিথ্যা কথা বলিতে পারে না। সর্বোপরি ইংরেজি সাহিত্যে ছেলেদের ব্যুৎপত্তি দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন।

হিন্দু কলেজের উৎকৃষ্ট ছাত্রসমূহ আসিত প্রধানতঃ কলিকাতা স্কুল সোসাইটি কর্তৃক পরিচালিত পটলডাঙ্গা ইংরেজি স্কুল হইতে। এ সময় কলিকাতা স্কুল

সোসাইটি কর্তৃক হিন্দু কলেজে প্রেরিত ত্রিশ জন ছাত্রের মধ্যে অধিকাংশই এই পটলডাঙ্গা স্কুলে ইংরেজির প্রথম পাঠ সুষ্ঠুভাবে শিখিয়া লইয়াছিল। সোসাইটির পঞ্চম বার্ষিক রিপোর্ট (১৮২৯) হইতে জানা যায়, এইসব ছাত্র সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজেদের রচিত প্রবন্ধাদি সেখানে পাঠ করিতেছে; ইংরেজি পুস্তক হইতে বাংলায় অনুবাদ-কার্যেও তাহারা রত; ইহাদের কেহ কেহ *Elements of General History*, *Wonders of the World* এবং *Grammar of History* পুস্তকগুলি অনুবাদ করিতে শুরু করিয়া দিয়াছে। পটলডাঙ্গা স্কুলটি এই সকল কারণে হিন্দু কলেজের 'প্রিপেরটরী স্কুল' বা 'প্রস্তুতি বিদ্যালয়' বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিল।

পটলডাঙ্গা স্কুলের পরই রামমোহন রায়ের অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল এবং ভবানীপুরের জগমোহন বসুর ইউনিয়ন স্কুলের নাম উল্লেখযোগ্য। ইংরেজি শিক্ষায় এই দুইটি বিদ্যালয়ও বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলের সুখ্যাতি তখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এখানকার ছাত্রেরা নীতিধর্ম শিক্ষার সঙ্গে সাজাত্যবোধেও উদ্বুদ্ধ হয়। ১৮৩২ সনে এখানকার ছেলেরাই অগ্রণী হইয়া বাংলাভাষার মাধ্যমে নানা বিষয় চর্চার জন্য একটি সভা প্রতিষ্ঠা করে। বিদ্যালয়টি রামমোহনের পরিচালনাধীনে বরাবর অবৈতনিক ছিল। জগমোহন বসুর ইউনিয়ন স্কুলে ইংরেজি পঠন-পাঠন এতখানি উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল যে, শিক্ষা-সভা কলিকাতা স্কুল সোসাইটি মারফত ১৮২৯ সনে ইহাকে অর্থসাহায্য করিতেও অগ্রণী হন।

এই বৎসরই ১লা মার্চ তারিখে কলিকাতায় গৌরমোহন আঢ্য ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী প্রতিষ্ঠা করেন ঐ একই উদ্দেশ্যে। এখানেও ইংরেজি সাহিত্য এবং গণিত বিজ্ঞানাদি ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইউনিয়ন স্কুল প্রথমে অবৈতনিক হইলেও, এই সময়ে নব-প্রতিষ্ঠিত ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর মত বৈতনিক হয়। হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেরা প্রতিবেশী অল্পবয়স্ক ছাত্রদের ইংরেজি শিখাইবার জন্য নিজ নিজ পল্লীতে অবৈতনিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করিলেন।

ডিরোজিও তখন নব্যদলের নেতা। হিন্দু কলেজ, পটলডাঙ্গা স্কুল এবং অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলের ছাত্রেরা কখনো বিচ্ছিন্ন ভাবে, কখনো-বা অন্যদের সহযোগে যেসব সভা-সমিতি গঠন করিয়াছিল, ডিরোজিও তৎসমুদয়ের নেতৃত্ব করিতেন কাহারও সভাপতি এবং কাহারও উপদেষ্টা সভ্যরূপে। ১৮৩০ সনের ডিসেম্বরের পূর্বেই সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপ অন্ততঃ সাতটি আলোচনা-সভা কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকটির সভ্যসংখ্যা ছিল সতর হইতে পঞ্চাশ। ডিরোজিওর নব্য ও উদার শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া ঐ সময়কার যুব-ছাত্রগণ, বিশেষতঃ কলেজের ছাত্রেরা কতকটা উচ্ছৃঙ্খল ও বিপ্লবী হইয়া পড়ে। কলেজের অধ্যক্ষ-সভা ইহার জন্য ডিরোজিওকেই দায়ী করিয়া কলেজের কার্য হইতে অবসর লইতে তাঁহাকে বাধ্য করান (২৫শে মার্চ ১৮৩১)। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার যে রেওয়াজ দেশমধ্যে তখন ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছিল তাহা বন্ধ হইবার নয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলা শিক্ষার প্রতিও সমাজ-নেতারা বিভিন্ন সোসাইটির মাধ্যমে সবিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। স্কুল সোসাইটির স্কুলসমূহের ও হিন্দু কলেজের এই নিয়ম ছিল যে, বাঙালী ছেলেরা আট বৎসরের পূর্বে কেহ ইংরেজি শিখিতে পারিবে না। এই বয়সে ছেলেদের একান্তভাবে বাংলা শিক্ষায়ই নিবিষ্ট থাকিতে হইত। আবার, আট বৎসরের পরও যদি দেখা যাইত তাহাদের বাংলা শিক্ষা আশানুরূপ হয় নাই তাহা হইলে উহাও ইংরেজির সঙ্গেসঙ্গে শিখাইয়া লইবার ব্যবস্থা ছিল। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে শিক্ষার ভিত্তি পাকা হওয়ায় ইংরেজি শিক্ষায় তাহারা দ্রুত উন্নতি করিতে পারিত।

যাহা হউক, ইংরেজি শিক্ষার এতাদৃশ উন্নতি দেখিয়া শিক্ষা-সভা নীরব থাকিতে পারেন নাই। তবে তাঁহারাও যে ইহার জন্য আংশিক প্রয়াস পাইতেছিলেন, ১৮৩১ সনের শিক্ষা-সভার বার্ষিক রিপোর্টে তাহার উল্লেখ আমরা দেখিতে পাই। উপরন্তু ১৮২৪ সনের ১৮ই মার্চ প্রেরিত ডিরেক্টর-সভার ডেস্‌প্যাচে এদেশে যে "useful knowledge" তথা নিত্য প্রয়োজনীয় পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা-বিষয়ক মূলনীতি ধার্য হইয়াছিল,

শিক্ষা-সভা তাহার প্রতি তখন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে হিন্দু কলেজের কৃতিত্ব যে অন্য সকল প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশি তাহাও তাঁহারা স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। হিন্দু কলেজ সম্পর্কে তাঁহারা ১৮৩২ সনে লিখিলেন—

"Of the various seminaries described in the report, we consider the Hindu College to be at once the most thriving, and the most influential in disseminating our language, literature and sciences to the natives." —*The Asiatic Journal* for Dec. 1832, p. 165.

সরকার শিক্ষা-সভা মারফত ইংরেজি শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা করিয়াছেন তাহা ছাড়াও, হিন্দু কলেজের শিক্ষা এককভাবে সমাজের উপর যে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ও তাহাতে যে সুফল ফলিয়াছে, শিক্ষা-সভা সে বিষয়েও বিশদ আলোচনা করিয়াছেন।[৪] ইংরেজি শিক্ষার সার্থকতা দেখিয়া এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা এই মর্মে লিখিলেন—বাংলা তথা দেশ-ভাষা শিক্ষার স্কুলসমূহ পরিচালনার ব্যয়ভার বহন করা সরকারের পক্ষে যুক্তিযুক্ত নয়, তাই তাঁহারা ইতিমধ্যেই ইহার ব্যয়-সঙ্কোচ করিয়াছেন! পরবর্তীকালে বাংলা শিক্ষার প্রতি যে বিশেষ অনাদর প্রদর্শিত হয় এখানেই তাহার সূচনা।

[৪] "In addition to the measures adopted for the diffusion of English in the provinces, and which are yet only in their infancy, the encouragement of the Vidyalaya, or Hindu College of Calcutta, has always been one of the chief objects of the Committee's attention. The consequence has surpassed expectation—a command of the English language, and a familiarity with its literature and science, have been acquired to an extent rarely equalled by any schools in Europe. A taste for English has been widely disseminated, and independent schools, conducted by young men reared in the Vidyalaya, are springing up in every direction. The moral effect has been equally remarkable, and an impatience of the restrictions of Hinduism, and a disregard of its ceremonies, are openly avowed by many young

শিক্ষা-সভার বিবরণে ইংরেজি শিক্ষার সুদূরপ্রসারী ফল সম্বন্ধে এতটুকুও অতিরঞ্জন করা হয় নাই। হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া নিঃসম্বল ব্যক্তিদেরও ইংরেজি শিক্ষালাভে সহায়তা করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতা স্কুল সোসাইটির পটলডাঙ্গা স্কুলের প্রথম তিন জন শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন হিন্দু কলেজের প্রখ্যাত ছাত্র—তারাচাঁদ চক্রবর্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮৩০)। রামতনু লাহিড়ী ১৮৩৪ সনের মার্চ হইতে হিন্দু কলেজের জুনিয়র বিভাগে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এতদিন বাংলা পাঠশালা স্থাপনের দিকেই খ্রীস্টান পাদ্রীদের বেশি ঝোঁক ছিল। ১৮৩০ সনের ১৩ই জুলাই বিখ্যাত পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফ রামমোহন রায়ের সহায়তায় তাঁহারই ভাড়া-করা ব্রাহ্মসমাজ গৃহের একটি প্রকোষ্ঠে ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। তখন তাঁহাকে পাদ্রী-বন্ধুরা আদৌ সাহায্য করেন নাই। রামমোহনের বিলাত গমনের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় কিছুদিন এই বিদ্যালয়টির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই স্কুলটি অল্প পরেই জেনারেল এসেম্‌লীজ ইন্‌স্টিটিউশন নামে আখ্যাত হইতে থাকে।

রামমোহনের সহযোগী কালীনাথ মুন্সী (রায় চৌধুরী) নিজ টাকীতে ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠায় (১৪ই জুলাই ১৮৩২) ডাফের সাহায্য লইয়াছিলেন। কিন্তু এই ডাফই তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পাদ্রীদের হাতে হাত মিলাইয়া হিন্দু কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ গ্রহণপূর্বক নব্য শিক্ষিতদের মধ্যে খ্রীস্টতত্ত্ব প্রচারে বিশেষ উদ্যোগী

---

men of respectable birth and talents, and entertained by many more, who outwardly conform to the practices of their countrymen. Another generation will probably witness a very material alteration in the notions and feelings of the educated classes of the Hindu Community of Calcutta." —*The Asiatic Journal* for Dec. 1832. p. 165.

হইয়াছিলেন। অনেকটা তাঁহারই প্রভাবে হিন্দু কলেজের প্রখ্যাত ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করিলেন (১৮৩২)। এসকল কারণে হিন্দু সমাজে তখন ঘোরতর আন্দোলনও উপস্থিত হইয়াছিল। এতৎসত্ত্বেও ইংরেজি শিক্ষার গতি কিন্তু ব্যাহত হয় নাই, বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছিল। প্রাচীনপন্থী নব্যপন্থী সকলেই ইহার আবশ্যকতা অনুভব করিতেছিলেন।

কিন্তু তাই বলিয়া সংস্কৃত ও বাংলা শিক্ষারও তখন অপহ্নব ঘটে নাই। শিক্ষা-সভার মধ্যে সংস্কৃতের প্রতিপক্ষীয় দলের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়িতে থাকিলেও তাঁহারা তখনও প্রাচ্য-বিদ্যার অনুশীলনকে কোনোরূপে বাধা না দিয়া পূর্বনীতি অনুসরণ করিতেছিলেন। এদেশে কোনো কোনো বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন গৌড়ীয় সমাজ, হিন্দু শাস্ত্রালোচনায় ও শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশে পূর্বেই উদ্যোগী হন। ব্যক্তিগত ভাবেও অনেকেই সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, দর্শন, স্মৃতিগ্রন্থ মুদ্রণে তৎপর হইলেন। ১৮২৪-১৮৩৪, এই দশ বৎসরে এরূপ বহু পুস্তক সম্পাদিত হইয়া টীকা সমেত প্রকাশিত হইল। হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও সুপণ্ডিত বিশ্বনাথ তর্কভূষণ (ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পিতা) ইংরেজি অনুবাদ সহ খণ্ডে খণ্ডে মনুসংহিতা প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন (১৮৩২)। তারাচাঁদ-কৃত ইংরেজি অনুবাদ তখন সুধীসমাজে প্রশংসা লাভ করে।

কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটি বাংলা শিক্ষার উন্নতিকল্পে বেসরকারী ভাবে পূর্ববর্তী পনের বৎসরের (১৮১৮-১৮৩৩) মধ্যে যেরূপ কার্য করে এমনটি পরবর্তী যুগেও ক্বচিৎ দেখা গিয়াছে। স্কুল-বুক সোসাইটির আনুকূল্যে ইউরোপীয় ও এদেশীয় গ্রন্থকারগণকর্তৃক সাহিত্য, ব্যাকরণ, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান পর্যন্ত বিবিধ বিষয়ক পাঠ্য পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত হয়। কলিকাতা স্কুল সোসাইটির বিদ্যালয়সমূহে এবং হিন্দু কলেজেও এসকল পড়ানো হইত। ইংরেজি, বাংলা, ফারসি— তিন ভাষায় এসব লিখিত হয়।

তৎকালীন দেশী-বিদেশী গণ্যমান্য মনীষীদের চেষ্টায় বেসরকারী ভাবে যে শিক্ষা-সৌধ গড়িয়া উঠিতেছিল তাহার ভিত্তিস্বরূপ আমাদের মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষারই আয়োজন করা হইয়াছিল। তাই দেখিতে পাই, হিন্দু কলেজের প্রসিদ্ধ ইংরেজিনবীশ রসিককৃষ্ণ মল্লিক বাংলা সংবাদপত্র সম্পাদনায় লিপ্ত, অন্যতম ইংরেজিনবীশ প্যারীচাঁদ মিত্র বাংলা-সাহিত্যের নূতন ধারা প্রবর্তনে অগ্রণী। এসময়কার আরো বহু যুবক যেমন ইংরেজি তেমনি বাংলা-সাহিত্য চর্চায় সমান কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এইরূপে দেখা যায়, সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজি তিনটি ভাষার অনুশীলনেই বঙ্গসন্তানগণ তৎপর হইয়াছিলেন। তবে উচ্চশিক্ষা তথা ইংরেজির দিকেই যে নানাকারণে তাঁহারা অধিকতর মনোযোগী হন তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

এই রকম অবস্থার মধ্যেই সরকারী শিক্ষা-নীতি লইয়া শিক্ষা-সভার সদস্যদের মধ্যে বিতর্ক পাকিয়া উঠিল। এই সভায় ইংরেজিপন্থী ও প্রাচ্যভাষাপন্থী দুই দলের লোকই ছিলেন। কিন্তু ১৮৩৪ সন নাগাদ তাঁহাদের সংখ্যা প্রায় সমান সমান হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহাদের বিতর্ক সংবাদপত্রের স্তম্ভেও আত্মপ্রকাশ করিল। একটি বিতর্কের বিষয় মাত্র এখানে উল্লেখ করিব। ১৮৩৪ সনে হিন্দু কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর টাইট্‌লারের সঙ্গে কলেজের প্রাক্তন ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র বাদানুবাদ হয় 'ক্যালকাটা কুরিয়র' সংবাদপত্রে। টাইট্‌লার প্রাচ্যের প্রাচীন ভাষাসমূহকে বাহন রাখার পক্ষপাতী, আর কৃষ্ণমোহন ইংরেজির সমর্থক। তবে কৃষ্ণমোহন বিতর্কশেষে ইহাও স্বীকার করিয়াছিলেন যে, শিক্ষার বাহন হইবার দাবি বাংলাদেশে স্বাভাবিকভাবে বাংলা ভাষারই, আর সেদিন সুদূরে নয় যখন বাংলার মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা চালু হইবে। তখন শিক্ষা-সভার সমুদয় সদস্যই ইংরেজ। তাঁহারা কিন্তু দল-নির্বিশেষে কেহই বাংলাভাষার বাহন হইবার কথা আদৌ ভাবেন নাই।

যাহা হউক, শিক্ষার বাহন লইয়া যখন এইরূপ বিতর্ক জটিল আকার ধারণ করে তাহারই মধ্যে ১৮৩৪ সনের এপ্রিল মাসে পার্লামেণ্ট-সদস্য উদার দার্শনিক জেরেমি বেন্থামের শিষ্য টমাস বেবিংটন মেকলে (পরে লর্ড মেকলে)

বড়লাট-পরিষদের আইনসচিব হইয়া আসেন। নূতন সনন্দ আইন (১৮৩৩) বিধিবদ্ধ হইবার প্রাক্কালে পার্লামেন্টে, ভারতবাসীদের নব্যশিক্ষা দান করিয়া গণতন্ত্রনীতিতে সুপ্রতিষ্ঠ করিবার পক্ষে তিনি মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক সময় রাজা রামমোহন রায়ও এদেশবাসীদের ইংরেজি শিক্ষা দান করিয়া বেসরকারী ইংরেজ এবং উচ্চশ্রেণীর ভারতবাসীদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনপূর্বক ভারতে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছিলেন। মেকলের ঐ উক্তির মধ্যেও তাহারই কতকটা প্রতিধ্বনি আমরা পাই।

মেকলে শিক্ষা-সভার সভাপতি নিযুক্ত হইলেন। তিনি শিক্ষা-সভায় দুই দলের তীব্র বিরোধ দেখিয়া বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের নিকট ১৮৩৫এর ২রা ফেব্রুয়ারী একটি মিনিট বা মন্তব্যলিপি পেশ করেন। এই মন্তব্য-লিপিতে ভারতবাসীর প্রাচীন শাস্ত্র তথা শিক্ষাদীক্ষার প্রতি যথেষ্ট কটূক্তিও রহিয়াছে, আর ইহাতে ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার অজ্ঞতাই প্রকাশ পাইয়াছিল। তবে তিনি যে বরাবর উদারমতাবলম্বীই ছিলেন, তৎকর্তৃক রচিত এবং তাঁহারই আগ্রহাতিশয়ে প্রবর্তিত কোনো কোনো আইন দ্বারা তাহা বুঝা যায়। ইহার ফলে ভারতবাসীরা উপকৃতও হইয়াছিল। তিনি উক্ত মন্তব্য-লিপিতে ভারতবাসীদের শিক্ষার বাহনস্বরূপ ইংরেজি ভাষা গ্রহণের অনুকূলে নানারূপ যুক্তি উপস্থিত করিলেন। সপরিষদ বড়লাট বেণ্টিঙ্ক মেকলের যুক্তি দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ১৮৩৫, ৭ই মার্চ একটি প্রস্তাবের[৫] আকারে শিক্ষা-নীতি বিষয়ে যে ঘোষণা করেন তাহার মূল কথাই হইল এদেশে ইংরেজিকে শিক্ষার বাহন করা।

---

৫ প্রস্তাবটি এখানে হুবহু উদ্ধৃত হইল—

"First.—His Lordship in Council is of opinion that the great object of the British Government ought to be the promotion of European literature and science among the natives of India; and that all the funds appropriated for the purpose of education would be best employed on English education alone.

"Second.—But it is not the intention of His Lordship in

এই সিদ্ধান্তের ভিতরে সংস্কৃত শিক্ষার সংকোচের কথাও সুস্পষ্ট বলা হইল। ইহাতে ইংরেজি শিক্ষার সমর্থক প্রাচীনপন্থী হিন্দুরাও (যেমন রাজা রাধাকান্ত দেব) বিশেষ দুঃখিত হন।

আট হাজার মুসলমানের স্বাক্ষরিত এক আবেদনে এই আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এদেশবাসীদের খ্রীস্টান করাই ছিল এরূপ

Council to abolish any College or School of native learning, while the native population shall appear to be inclined to avail themselves of the advantages which it affords and His Lordship in Council directs that all the existing professors and students at all institutions under the supirntendence of the Committee shall continue to receive their stipends. But His Lordship in Council decidedly objects to the practice which has hitherto prevailed of supporting the students during the period of their education. He conceives that the only effect of such a system can be to give artificial encouragement to branches of learning which, in the natural course of things, would be superseded by more useful studies ; and he directs that no stipend shall be given to any student that may hereafter enter at any of these institutions ; and that when any professor of Oriental learning shall vacate his situation, the Committee shall report to the Government the number and state of the class in order that the Government may be able to decide upon the expediency of appointing a successor.

"Third.—It has come to the knowledge of the Governor-General in Council that a large sum has been expended by the Committee on the printing of Oriental works ; His Lordship in Council directs that no portion of the funds shall hereafter be so employed.

"Fourth.—His Lordship in Council directs that all the funds which these reforms will leave at the disposal of the Committee be henceforth employed in imparting to the native population a knowledge of English literture and science through the medium

শিক্ষা-নীতি অবলম্বনের উদ্দেশ্য। ইহার ফলে, শিক্ষা-ব্যাপারে ধর্মবিষয়ে নিরপেক্ষতা অবলম্বিত হইবে সরকার এইরূপ ঘোষণা করিলেন। তবে ইংরেজি শিক্ষার মারফতে ভারতবাসীদের যে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্ত্য তথা খ্রীস্টানভাবাপন্ন করিয়া তোলা এই নীতি-প্রবর্তকদের কাহারো কাহারো অভিপ্রায় ছিল তাহা পিতা পাদ্রী জ্যাকেরি মেকলের নিকট লিখিত বেবিংটন মেকলের পত্রাংশ[৬] (১২ অক্টোবর ১৮৩৬) পাঠে বেশ উপলব্ধি হয়।

পত্রে মেকলে এই মর্মে লেখেন যে, পরবর্তী ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এদেশে একজনও মূর্তিপূজক থাকিবে না, ইংরেজি শিক্ষা লাভ করিয়া স্বাভাবিক ভাবেই বাঙালীরা খ্রীস্টানভাবাপন্ন হইয়া উঠিবে, ধর্মপ্রচারের কোনো আবশ্যকই হইবে না।

---

of the English language ; and His Lordship in Council requests the Committee to submit to Government, with all expedition, a plan for the accomplishment of this purpose." —*Selections from Educational Records, Part I (1781-1839).* By H. Sharp, pp. 130-1.

৬ "Our English schools are flourishing wonderfully. He finds it difficult,—indeed, in some places impossible,—to provide instruction for all who want it. At the single town of Hooghly fourteen hundred boys are learning English. The effect of this education on the Hindoos is prodigious. No Hindoo, who has received an English education, ever remains sincerely attached to his religion. Some continue to profess it as a matter of policy ; but many profess themselves pure Deists, and some embrace Christianity. It is my firm belief that, if our plans of education are followed up, there will not be a single idolator among the respectable classes in Bengal thirty years hence And this will be effected without any efforts to proselytize ; without the smallest interference with religious liberty ; merely by the natural operation of knowledge and reflection. I heartily rejoice in the prospect." *Life and Letters of Lord Macaulay, Vol. I.* By George Otto Trevelyan, p. 464.

ইহাদের ধর্মে কোনোরূপ আঘাত না করিয়া বা ক্রিয়াকলাপে বিন্দুমাত্র প্রতিবন্ধকতা না জন্মাইয়াই এইরূপটি সম্ভব হইবে! পত্রখানিতে ইংরেজিকে শিক্ষার বাহন করার মূলগত অভিপ্রায় যেমন পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে এমনটি আর কিছুতে হয় নাই। মেকলে প্রকাশ্যে একথা বলিতেও ক্ষান্ত হন নাই যে, ইংরেজি শিক্ষা দ্বারা এমন এক শ্রেণীর লোক সৃষ্টি করিতে হইবে যাহারা হইবে রক্তে এবং বর্ণে ভারতীয়; কিন্তু রুচিতে, মতবাদে, নীতিবিষয়ে এবং ভাব-ধারণায় সম্পূর্ণ ইংরেজ ("a class of persons Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect")।

শিক্ষার বাহন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াই কর্তৃপক্ষ ক্ষান্ত রহিলেন না। ইংরেজি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির পুনর্গঠনে, নূতন শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় এবং জনসাধারণকে এইরূপ শিক্ষালয় স্থাপনে উৎসাহদানেও সবিশেষ তৎপর হইলেন। ইংরেজি শিক্ষার পীঠস্থান হিন্দু কলেজ ইতিপূর্বেই বেশি করিয়া সরকারী আওতার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। ১৮৩৫ সনের জুলাই মাস হইতে শিক্ষা-কমিটি প্রত্যক্ষভাবে ইহার নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন। এই সনের ১৬ই জুলাই সরকার কলেজ সম্পর্কে একটি নূতন নিয়ম করিয়া দিলেন। তাহাতে 'ভিজিটর' বা ব্যক্তিবিশেষের উপর কলেজের পর্যবেক্ষণ-ভার দেওয়ার পরিবর্তে শিক্ষা-সভার ছয় জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি স্থায়ী সাব্‌কমিটির উপর এই ভার অর্পিত হয়। কলেজটি তদবধি প্রকারান্তরে সরকারী প্রতিষ্ঠানেই পরিণত হইল। উইলিয়ম এডামও তাঁহার বিখ্যাত 'এডুকেশন রিপোর্টে' সরকারী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ইহার কোনো বিবরণ দেন নাই। কলেজের সংস্কার সাধিত হইল। বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক, বিকলাঙ্গহেতু সৈন্যবিভাগ হইতে অবসরপ্রাপ্ত ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন ১৮৩৫ সনের আগস্ট মাস হইতে ডক্টর টাইট্‌লারের স্থলে ইংরেজি সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ডিরোজিওর ন্যায় তাঁহার শিক্ষাগুণেও একদল বাঙালী যুবকের জ্ঞানার্জনস্পৃহা এবং দেশহিতৈষণা একান্ত ভাবে বর্ধিত হইল। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ

বসু, ভোলানাথ চন্দ্র প্রমুখ কবি ও মনস্বীদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সনের নবেম্বর মাস হইতে সংস্কৃত কলেজের ইংরেজি শ্রেণী তুলিয়া দেওয়া হয়। হিন্দু কলেজই ইংরেজি শিক্ষার উপরে অধিকতর জোর দিতে লাগিল।

১৮৩৫ সন হইতে সরকার পক্ষে এবং বেসরকারী ভাবে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠার ধুম পড়িয়া গেল। এই বৎসরই সরকার ঢাকায় ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেন (জুলাই ১৮৩৫)। এই বিদ্যালয়টি ১৮৪১ সনের ২০শে নবেম্বর কলেজে উন্নীত হয়। কোথাও সরকারী কর্মচারীদের, কোথাও-বা বেসরকারী ব্যক্তিদের চেষ্টা-যত্নে মেদিনীপুর (সেপ্টেম্বর, ১৮৩৫), বরিশাল (১৮৩৫), রামপুর বোয়ালিয়া (২৭ জুন, ১৮৩৬), গৌহাটী (১৮৩৫), ব্যারাকপুর (৬ই মার্চ, ১৮৩৭), চট্টগ্রাম (জানুয়ারি, ১৮৩৭), বারাসত (১৮৩৯) প্রভৃতি শাসন-কেন্দ্রে ইংরেজি বিদ্যালয় খোলা হইল। কলিকাতার রোমান কাথলিক জেস্যুট সম্প্রদায় কর্তৃক ১৮৩৫, ১ জুন সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুল স্থাপিত হয়। যেসব বিদ্যালয়ে ইংরেজি শিক্ষা ইতিপূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল তাহার কার্য আরও ব্যাপকতর হইল। চুঁচুড়ার বাংলা স্কুলগুলি এত দিন সরকারের চক্ষুশূল হইয়া ছিল। মহম্মদ মহসীনের দান হইতে হুগলীতে ১৮৩৬ সনের ১লা আগস্ট মহম্মদ মহসীন কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহারা এসকলের দায় হইতে নিজেদের মুক্ত করিলেন। কলেজের জন্য ছাত্র প্রস্তুতকল্পে একটি ব্রাঞ্চ স্কুল বা শাখা বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইল। এই কলেজের অপর একটি শাখা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় হুগলী হইতে ষোল মাইল দূরে সীতাপুরে।

এ তো গেল সাধারণ শিক্ষার কথা। ১৮৩৫ সনে সরকার কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করিলেন। এখানকার ছাত্রদের ইংরেজির মাধ্যমে শারীরবিদ্যা, ব্যবচ্ছেদবিদ্যা, ভেষজবিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা প্রতিটি বিষয় অধ্যয়ন করিতে হইত। এ কারণেও ইংরেজি শিক্ষা দ্রুত প্রসারের সুযোগ লাভ করিল।

এখানে তৎকালে অনুসৃত শিক্ষা-নীতি সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা

আবশ্যক। সরকার ইংরেজিকে শিক্ষার বাহন ধার্য করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা দেশভাষা তথা বাংলা শিক্ষা সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করেন নাই। অথচ, প্রধানতঃ দেশ-চলিত বেসরকারী শিক্ষাব্যবস্থা বিষয়ে অনুসন্ধান ও মতামত প্রদানের জন্যই বড়লাট বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫ সনের প্রথমে উইলিয়ম অ্যাডামকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শিক্ষা-সভা ১৮৩৬ সনে নিজেদের ক্রটির বিষয় লক্ষ্য করিয়াই সম্ভবতঃ বাংলাভাষা শিক্ষার কথা, এবং একদিন যে ইহার মাধ্যমেই শিক্ষাদান সম্ভব হইবে এই বিষয় উল্লেখ করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। অ্যাডাম ১৮৩৮ সনে তাঁহার শেষ রিপোর্ট সরকারে পেশ করিলেন। দেশীয় পাঠশালাকে কেন্দ্র করিয়া একটি জাতীয় শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসরণের প্রস্তাব এই রিপোর্টে ছিল। কিন্তু তখনকার কর্তৃপক্ষ—কি বিলাতের ডিরেক্টর-সভা, কি স্থানীয় সরকার, কি শিক্ষা-সভা, সকলেই— ইংরেজির পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। অ্যাডামের প্রস্তাব পরীক্ষামূলক ভাবে অংশতঃ গ্রহণেও শিক্ষা-সভা অসম্মত হন। উপরওয়ালার নির্দেশে শিক্ষা-সভা ইংরেজি শিক্ষাবিস্তারে মনঃসংযোগ করিলেন এবং স্থানে স্থানে জিলা স্কুল প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইলেন।

কিন্তু জনমত তখন সুসংহত না হইলেও, সংস্কৃত তথা প্রাচ্যবিদ্যা এবং বাংলা শিক্ষার প্রতি অনাদর সম্পর্কে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে কতকটা ক্ষোভ যে না প্রকাশ পাইতেছিল তাহা নয়। শিক্ষাসম্বন্ধে স্থানীয় ও বিলাতের কর্তৃপক্ষের অভিপ্রায় এবং ভারতবাসীর মতামতের একটা সামঞ্জস্যের চেষ্টা করিয়া বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ড ১৮৩৯ সনের ২৪শে নবেম্বর একখানি দীর্ঘ মিনিট বা মন্তব্যলিপি রচনা করেন। ইহাতে তিনি প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষাকল্পে যে ব্যবস্থা তখন পর্যন্ত প্রবর্তিত ছিল তাহা পুরাপুরি বহাল থাকিবে বলিয়া আশ্বাস দিলেন। বাংলাভাষা উন্নত হইলে, অর্থাৎ ইহাতে বিভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক রচনা সম্ভব হইলে তখন ইহাকে শিক্ষার বাহন করা সম্পর্কে বিবেচনা করা চলিবে— এ মর্মের কথাও ইহাতে লিখিত ছিল। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার প্রসার সম্বন্ধে এদেশবাসীর আগ্রহ এবং সরকারী শিক্ষা-নীতির আনুকূল্যের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া বড়লাট অকল্যাণ্ড

এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, ইংরেজিকেই শিক্ষার বাহন হিসাবে রাখা যুক্তিসঙ্গত।[৭]

এই সময়ে বোম্বাই প্রদেশে স্থানীয় ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান চলিতেছিল। বাংলা ও বোম্বাই প্রদেশের বিষয় উল্লেখ করিয়া অকল্যাণ্ড লেখেন, পরীক্ষামূলক ভাবে দুইটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থাই দুই প্রদেশে আপাততঃ চলিবে।[৮]

বেণ্টিঙ্কের ইংরেজিকে শিক্ষার বাহন করিবার সিদ্ধান্ত এবং লর্ড অকল্যাণ্ডের উপরোক্ত শিক্ষাবিষয়ক মন্তব্য পরবর্তী শতাব্দীকাল বঙ্গের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। বাংলা শিক্ষার পরিবর্তে সমাজের উচ্চস্তরের লোকদিগকে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষাদান-ব্যবস্থাকে ঐ সময়েই 'filtration theory' নামে আখ্যাত করা হয়। ইহার সহজ অর্থ হইল, উচ্চস্তরের লোকেরা ইংরেজির মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান তাহাদের মাতৃভাষার মারফত সাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দিবে।

---

৭ নিম্নের উক্তিতে লর্ড অকল্যাণ্ডের দৃঢ় মত প্রকাশ পাইতেছে—

"I would then make it my principal aim to communicate through the means of the English language, a complete education in European Literature, Philosophy and Science to the greatest number of students who may be found ready to accept it at our hands, and for whose instructions our funds will admit of our providing."—*Selections from Educational Records*, Part *I*. By H. Sharp, p. 157.

৮ "We may, indeed, be said to have two great experiments in progress, one in Bengal, and the other in the Bombay provinces, the Provincial education being in the former conducted chiefly through the English, in the latter almost, if not quite exclusively, through the vernacular languages. It will be most interesting that both experiments should be closely watched and thoroughly developed." *Ibid.*, p. 163.

১৮৩৭ সনে শিক্ষা-সভা শুধু বঙ্গ-প্রদেশের স্কুল ও কলেজের জন্য উচ্চশিক্ষা খাতে কিরূপ ব্যয় করিয়াছিলেন তাহার একটি হিসাব এখানে দেওয়া হইল। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংখ্যাও ইহা হইতে জানা যাইতেছে। বলা বাহুল্য, শিক্ষা-সভা এসময়েও সমগ্র উত্তর-ভারতের শিক্ষার উপর কর্তৃত্ব করিতেন।

প্রতিষ্ঠান	ছাত্রসংখ্যা। ১৮৩৭	বার্ষিক ব্যয় (টাকা)
হিন্দু কলেজ	৪৫৯	৪,০৫৯
মহম্মদ মহসীন কলেজ (ইংরেজি বিভাগ),		
হুগলী	৭৫০	৩,০০০
হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল	২২৭	২২৫
মাদ্রাসা ইং স্কুল	১৫১	৬৫০
ঢাকা স্কুল	৩১৪	৫৩৬
গৌহাটী স্কুল	১৫৪	২৭৯
চট্টগ্রাম স্কুল	৮০	১৫০
মেদিনীপুর স্কুল	৭৯	৩০৫
নিজামৎ কলেজ, ইং বিঃ	১০৯	৫০০
বোয়ালিয়া (রাজসাহী) স্কুল	৮০	১৭৭
কুমিল্লা স্কুল	৮৮	৩০০

ইহার পরেও জিলা শহরগুলিতে ক্রমশঃ ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। যশোহর ও দিনাজপুরে বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। বরিশালের স্কুলটি প্রোবেশনারি স্কুল নামে শিক্ষা-সভা কর্তৃক আখ্যাত হইত। এইজন্য বোধ হয় উক্ত তালিকায় ইহা স্থান পায় নাই।

শিক্ষা-সভার মারফত সরকার শিক্ষা-খাতে সর্বসাকুল্যে বৎসরে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। তন্মধ্যে প্রাচ্যবিদ্যার জন্য ব্যয়িত হয় দেড় লক্ষ টাকা। উচ্চ বা ইংরেজি শিক্ষার জন্য ব্যয় হয় চার লক্ষ টাকা। বাংলা শিক্ষার জন্য তাঁহারা আলাদা কিছুই খরচ করেন নাই।

সরকারী শিক্ষা-নীতির মৌলিক পরিবর্তন—বেসরকারী স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা

১৮৪১-৪২ সনে বাংলাদেশে শিক্ষা-ব্যাপারে কতকগুলি মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এতদিন সরকারের পক্ষে শিক্ষা-নিয়ন্ত্রণ করিতেন শিক্ষা-সভা বা জেনারেল কমিটি অব্ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন। শিক্ষাবিষয়ে সরকার যে অধিকতর মনোযোগী হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ ইংরেজি শিক্ষা সম্পর্কে, তাহা বলাই বাহুল্য। শিক্ষা-সভা সমগ্র উত্তর-ভারতের শিক্ষাকার্য তত্ত্বাবধান করিতেন। শিক্ষার প্রসারলাভের সঙ্গেসঙ্গে একটিমাত্র সভার পক্ষে ইহা নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করা অতিশয় কঠিন হইয়া পড়িল। গবর্নমেণ্ট এবিষয় সম্যক্ বিবেচনা করিয়া ১৮৪২ সনের প্রারম্ভ হইতে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা-আসাম, যাহাকে তখন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী বা বঙ্গ-প্রদেশ বলা হইত, বাদে সমগ্র উত্তর-ভারতের শিক্ষাকার্য পরিচালনার ভার একটি স্বতন্ত্র শিক্ষা-সভার উপর অর্পণ করিলেন। বঙ্গ-প্রদেশের শিক্ষা-সভার নূতন নামকরণ হইল 'Council of Education' বা 'শিক্ষা-সমাজ'। শিক্ষা-সমাজকে সরকারের অধিকতর কর্তৃত্বের মধ্যে আনা হইল। পরবর্তীকালে শিক্ষা যে একটি সরকারী বিভাগে পরিণত হয় ইহাই তাহার পূর্বাভাস। শিক্ষা-সমাজের অন্তর্গত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন স্থলে একটি করিয়া 'লোক্যাল কমিটি' বা স্থানীয় সভাও সরকারী নির্দেশে গঠিত হইল। এইসকল কমিটি শিক্ষা-সমাজেরই অধীন থাকিয়া কার্য করিবেন স্থির হয়।

গবর্নমেণ্টের নির্দেশে এসময় হইতে ইংরেজি শিক্ষার প্রধানতম কেন্দ্র হিন্দু কলেজকেও সরকারের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করা হয়। ১৮৪১ সনের ২০শে অক্টোবর ভারত-সরকারের আদেশে শিক্ষা-সমাজের অধীন কলেজ-পরিচালনার্থ নূতন করিয়া একটি সাব্‌কমিটি গঠিত হইল। এই সাব্-কমিটি শিক্ষা-সমাজের সভাপতি বাদে আরও দুই জন সভ্য এবং কলেজের অধ্যক্ষ-

সভার অধ্যক্ষগণকে লইয়া গঠিত হইল। সাব্‌কমিটি অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের লোক্যাল কমিটির মত শিক্ষা-সমাজেরই অধীন থাকিবে স্থির হইল। কলেজের গচ্ছিত তহবিল সম্পূর্ণ আলাদা রাখিয়া তাহার সুদ হইতে উৎকৃষ্ট ছাত্রদের জন্য কয়েকটি বৃত্তি স্থাপনের ব্যবস্থা হইল এই সময় হইতে। ঢাকা স্কুলও ১৮৪১, ২০শে নবেম্বর কলেজে পরিণত হয়। ইহা একটি পুরাপুরি সরকারী প্রতিষ্ঠান হইলে এদেশবাসীরাও ইহার উন্নতিকল্পে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে রামলোচন ঘোষের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। ঢাকা স্কুল প্রতিষ্ঠার (১৫ জুলাই, ১৮৩৫) অব্যবহিত পরেই তিনি ইহার জন্য এক হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। ঢাকা স্কুলটি কলেজে পরিণত হইলে, ১৮৪২ সনে তিনি ইহাকে আরও এক হাজার টাকা এই শর্তে দান করেন যে, ইহার বার্ষিক সুদ চল্লিশ টাকা দ্বারা কলেজের উৎকৃষ্ট ছাত্রগণকে প্রতি বৎসর আট টাকার পাঁচটি পুরস্কার দেওয়া হইবে। কর্তৃপক্ষ এই দান সানন্দে গ্রহণ করেন।

সরকার নিজস্ব জিলা স্কুল এবং কলেজগুলির জন্য ১৮৪১ সন হইতে জুনিয়র ও সিনিয়র বৃত্তির ব্যবস্থা করিলেন। প্রতিটি জুনিয়র বৃত্তির পরিমাণ মাসে আট টাকা এবং প্রত্যেক সিনিয়র বৃত্তির পরিমাণ প্রথম দুই বৎসরের জন্য মাসে ত্রিশ টাকা এবং পরবর্তী চারি বৎসরের জন্য মাসে চল্লিশ টাকা। জুনিয়র বৃত্তি অন্যূন চারি বৎসর কাল পাওয়া যাইবে স্থির হয়। তবে ইহাও ধার্য হয় যে, জুনিয়র বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রগণ এই সময়মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে সিনিয়র বৃত্তির অধিকারী হইতে পারিবে। এক-একটি সরকারী কলেজের জন্য ছয়টি জুনিয়র ও আটটি সিনিয়র বৃত্তি নির্দিষ্ট হইল। প্রত্যেক জিলা স্কুলের জন্য একটি জুনিয়র বৃত্তি নির্দিষ্ট হয়। ১৮৪১ সনে হিন্দু কলেজ হইতে সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া প্যারীচরণ সরকার চল্লিশ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। জুনিয়র বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের মধ্যে সর্বপ্রথম হন জগদীশনাথ রায়।

১৮৪৩ সনে কলিকাতায় দুইটি নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু উভয়ই

ছিল বেসরকারী। এখানে একটি কথা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। আমরা বর্তমানে যে অর্থে 'কলেজ' কথাটি প্রয়োগ করি, পূর্বকালে এই অর্থে উহা প্রযুক্ত হইত না। তখনকার দিনে কলেজে নিম্ন মধ্য ও উচ্চ সবরকম শিক্ষা দেওয়ারই ব্যবস্থা থাকিত। তবে এখানে আমরা ইহার উচ্চ ও মধ্য বিভাগের বিষয়ই ধরিয়া লইতেছি। আলেকজাণ্ডার ডাফ-প্রতিষ্ঠিত জেনারেল এসেম্বলীজ ইনস্টিটিউশন বা কলেজের বিষয় আমরা আগে উল্লেখ করিয়াছি। ১৮৩৭ সনে ইহা হেদুয়া পুষ্করিণীর পূর্ব পার্শ্বে বর্তমান বাটীতে উঠিয়া আসে। মূল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলে ডাফ ১৮৪৩ সনে ফ্রি চার্চ ইন্‌স্টিটিউশন নামে একটি নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে এই প্রতিষ্ঠানটি ডাফ কলেজ নামে পরিচিত হয়। এখানে বলা আবশ্যক যে, ইংরেজি শিক্ষা প্রদানের সঙ্গেসঙ্গে এ কলেজে খ্রীস্টতত্ত্ব শিক্ষা দিবারও বিশেষ আয়োজন ছিল।

১৮৪৩ সনের ১লা মার্চ দ্বিতীয় বেসরকারী কলেজ স্থাপিত হইল 'শীল্‌স কলেজ' নামে। কলিকাতার ধনীশ্রেষ্ঠ মতিলাল শীল এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যালয়টি তিনি প্রায় অবৈতনিক করিয়াছিলেন। ছাত্রদের প্রতি মাসে পুস্তক ক্রয় বাবদ মাত্র এক টাকা করিয়া দিতে হইত। কলিকাতাস্থ সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের রোম্যান ক্যাথলিক জেসুট পাদ্রীগণের উপর ইহার পরিচালনার ভার অর্পিত হইয়াছিল। এই কলেজের পাদ্রী অধ্যাপকগণ বিনাবেতনে এখানকার ছাত্রদের অধ্যাপনা করিতেন। ১৮৪৪ সনে মতিলালের সঙ্গে জেসুট পাদ্রীদের মতানৈক্য উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদের সম্পর্ক ত্যাগ করেন। তদবধি তিনি কলেজ পরিচালনার ভার দিলেন পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর। কৃষ্ণমোহন প্রোটেস্টাণ্ট দলভুক্ত ছিলেন। এই ব্যাপার লইয়া সংবাদপত্রে নানারূপ আলোচনা হইল, কিন্তু রোম্যান ক্যাথলিক হউন বা প্রোটেস্টাণ্টই হউন, তাঁহাদের উপর বরাবর শিক্ষাভার দেওয়ায় মতিলালের উদার মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

হিন্দু কলেজের শিক্ষারও কতকটা বিস্তৃতি-লাভ ঘটে এই বৎসরে।

১৮৩১-৩২ সন হইতে কিছুদিনের জন্য এখানে ব্যবহার-শাস্ত্র ও অর্থ-নীতি পড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। পরে তাহা উঠিয়া যায়। ১৮৪৩ সন হইতে পুনরায় ইহার অধ্যাপনা শুরু হইল। এই সময় হইতে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং স্থপতিবিদ্যা (Civil Engineering) অধ্যাপনারও নূতন করিয়া ব্যবস্থা হয়। ডেভিড হেয়ারের মৃত্যুর (১লা জুন, ১৮৪২) পর তাঁহার পটলডাঙ্গা বা হিন্দু কলেজ ব্রাঞ্চ স্কুল পুরাপুরি সরকারী তত্ত্বাবধানে আসিল। এই বিদ্যালয়টি পরে কেবলমাত্র কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল নামে অভিহিত হয়। এটিও ছিল ইংরেজি শিক্ষার একটি উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। ১৮৪২ সনের অক্টোবর মাস হইতে সংস্কৃত কলেজেও ইংরেজি শ্রেণীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইল।

এদেশে ইংরেজি শিক্ষা-বিস্তারের একটি উদ্দেশ্য ছিল— অল্প ব্যয়ে শাসন-সৌকর্যার্থে দেশীয় শাসকশ্রেণী সৃষ্টি করা। বড়লাট বেণ্টিঙ্ক হিন্দু কলেজে শিক্ষিত যুবকদের শাসন-বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। তদবধি ইংরেজি শিক্ষার দিকে ভারতবাসীদের ঝোঁক অধিকতর বাড়িয়া গিয়াছিল নিঃসন্দেহ। মতিলাল শীল স্থাপিত কলেজ একটি সম্পূর্ণ বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইলেও ইহার উদ্দেশ্য-পত্রে এইরূপ লেখা হইয়াছিল—

"The object of this foundation is to provide for the education of the Hindoos, so as to fit them to occupy post of trust and emolument in their own country."

ইংরেজি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য যে সরকারী বিভাগসমূহে শিক্ষিত ভারত-বাসীদের নিয়োগ—ইহা সর্বত্র জানাজানি হইয়াছিল। সরকার কার্যত ইহা অনুসরণ করিলেও প্রকাশ্যভাবে তাঁহাদের নীতি এতদিন ঘোষণা করেন নাই। ১৮৪৪ সনের ১০ই অক্টোবর বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ এই উদ্দেশ্য সম্বলিত একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। ইহার প্রথম ও প্রধান অংশ এই—

"The Governor-General having taken into his consideration the existing state of education in Bengal and being of opinion that it is highly desirable to afford it every reasonable

encouragement by holding out to those who have taken advantage of the opportunity of instruction afforded to them, a fair prospect of employment in the public service, and thereby not only to reward individual merit, but to enable the State to profit as largely and as early as possible by the result of the measures adopted of late years for the instruction of the people as well by the Government as by private individuals and societies, has resolved that in every possible case a preference shall be given in the selection of candidates for public employment to those who have distinguished themselves therein by a more than ordinary degree of merit and attainment."

ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিমাত্রেই সরকারী কার্যের উপযুক্ত বিবেচিত হইবে এবং গুণানুসারে তাহারা উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হইবে—সরকার পক্ষে এইরূপ ঘোষণা উচ্চশিক্ষার প্রসারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। বিভিন্ন স্থানে নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল, প্রায় প্রত্যেকটি বিদ্যালয়েই ইংরেজি শিক্ষার সূচনা হইল। শিক্ষার বাহন ইংরেজি হইবার পর হইতে এ দেশের জনশিক্ষা তথা বাংলা শিক্ষার বিশেষ অনাদর হইতেছিল। বড়লাট হার্ডিঞ্জ উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তের শেষাংশে এই মর্মে বলেন যে, নিম্নতম কাজগুলিতেও নিরক্ষর ব্যক্তিদের নিয়োগ না করিয়া দেশীয় ভাষায় লিখন-পঠনক্ষম ব্যক্তিদেরই নিয়োগ করিতে হইবে। তিনি বঙ্গপ্রদেশে এক শত একটি আদর্শ বাংলা পাঠশালা প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়া দেশীয় শিক্ষার প্রতি কতকটা অনুরাগও দেখাইলেন। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত এই আদর্শ বিদ্যালয়গুলি 'বঙ্গবিদ্যালয়' নামে আখ্যাত হয়।

১৮৪৫ সন নাগাদ সরকারী অর্থে শিক্ষা-সমাজ কর্তৃক ছয়টি কলেজ এবং আঠারটি ইংরেজি স্কুল পরিচালিত হইতেছিল। ইহাদের ছাত্র-সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২,১১৭ ও ২,৪৩৪। এই সময় গবর্নমেণ্ট নিজ দায়িত্বে বঙ্গবিদ্যালয়ও নানা স্থানে প্রতিষ্ঠা করিতে থাকেন। উচ্চশিক্ষা এতদিনে বেশ সাফল্য

মণ্ডিত হয়। হিন্দু কলেজ, হুগলী কলেজ ও ঢাকা কলেজে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে ইংরেজির মাধ্যমে উচ্চতম শিক্ষা দেওয়া হইতেছিল। ব্যবহার-শাস্ত্র, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ইঞ্জিনিয়ারিং— হিন্দু কলেজে ক্রমে ক্রমে এসকল বিদ্যা শিক্ষার আয়োজন হইল। ওদিকে মেডিক্যাল কলেজেও চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্তর্গত শারীরবিদ্যা, ব্যবচ্ছেদবিদ্যা, ভেষজবিদ্যা প্রভৃতির সঙ্গেসঙ্গে রসায়ন, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব ও পদার্থ-বিদ্যা শিক্ষাদানের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ছিল। ছাত্রগণ উচ্চতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিবিধ বিষয়ে অধিকতর ব্যুৎপত্তিলাভের জন্য হিন্দু কলেজে সরকারী ও বেসরকারী বৃত্তি লাভ করিয়া দুই-তিন বৎসর আলোচনা ও গবেষণা করিবারও সুযোগ পাইত। উচ্চশিক্ষার এতাদৃশ ব্যাপ্তি ও উন্নতি দেখিয়া শিক্ষা-সমাজ কলিকাতায় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন (১৮৪৫)। কিন্তু বিলাতের কর্তৃপক্ষ এ প্রস্তাবে সম্মতি না দেওয়ায় ইহা তখনকার মত স্থগিত থাকে।

উচ্চশিক্ষা, খ্রীস্টানী-বিরোধী আন্দোলন ও সরকার

পর বৎসর, ১৮৪৬ সন হইতে উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে কতকগুলি নূতন প্রচেষ্টার সূচনা দেখিতে পাই। ইহার আয়োজন কিন্তু পূর্ব বৎসর হইতে শুরু হয়। চব্বিশ পরগণার জেলা শহর বারাসতে ১৮৪৬ সনের প্রারম্ভে একটি সরকারী ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। এখানে স্থানীয় লোকের চেষ্টাযত্নে ১৮৩৯ সনে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত সরকারী বিদ্যালয় স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট ট্রেভরের আগ্রহাতিশয়েই সরকার স্থাপন করেন। তিনি ইতিপূর্বে ১৮৩৯ জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় অবৈতনিক বিদ্যালয়ের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮৫০ সনে অবৈতনিক বিদ্যালয়টি বিনাবেতনে ষাট জন ছাত্র গ্রহণের সর্তে

সরকারী বিদ্যালয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া যায়। ১৮৪৬ সনের ১লা জানুয়ারি কৃষ্ণনগরেও একটি কলেজ সিনিয়র ও জুনিয়র বিভাগ সহ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারও আয়োজন কিন্তু পূর্ব বৎসর হইতেই চলিতেছিল।

তদানীন্তন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৮৪৫ সনের ১লা অক্টোবর এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন যে, শীঘ্রই কৃষ্ণনগরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই সংবাদ শ্রবণে স্থানীয় অধিবাসীরা— জমিদার, ব্যবসায়ী, সরকারী কর্মচারী এবং নব্যশিক্ষিত যুবকগণ— পরবর্তী ১৮ই নবেম্বর একটি জনসভার অনুষ্ঠান করেন। সভায় তের হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। তাঁহারা এই টাকা তুলিয়া সরকারের হাতে দিয়া দেন। এ বিষয়ে যাঁহারা অগ্রণী হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণনগরের প্রধান সদর আমীন (আধুনিক কালের সব্‌জজ) রামলোচন ঘোষের নাম বিশেষ স্মরণীয়। ঢাকা স্কুল ও কলেজ সম্পর্কে তাঁহার কথা আমরা জানিয়াছি। রামলোচন দীর্ঘকাল কৃষ্ণনগর 'লোক্যাল কমিটি' বা শিক্ষা-সমাজের অধীন স্থানীয় শিক্ষা-সভার সদস্য থাকিয়া কলেজ পরিচালনায় সহায়তা করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গেসঙ্গে ইহার অধ্যক্ষ হইয়া আসেন হিন্দু কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ক্যাপ্‌টেন রিচার্ডসন। সুবিখ্যাত রামতনু লাহিড়ীও ১৮৪৬ মার্চ মাসে হিন্দু কলেজ হইতে এই কলেজের জুনিয়র বিভাগের শিক্ষক হইয়া আসিলেন। প্রতিষ্ঠার অল্পদিনের মধ্যেই কৃষ্ণনগর কলেজ একটি প্রথম শ্রেণীর আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত হইল। ১৮৪৯ সন হইতে কৃষ্ণনগর কলেজ অন্যান্য সরকারী কলেজের সমমর্যাদা লাভ করে। এই বৎসরে সিনিয়র পরীক্ষায় উমেশচন্দ্র দত্ত অন্যান্য কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে একই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়া বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন।

এই সময়, ১৮৪৬ সনের ৫ই মার্চ কলিকাতার বেসরকারী গণ্যমান্য হিন্দুগণ মিলিত হইয়া 'হিন্দু চেরিটেব্‌ল ইন্‌স্টিটিউশন' বা হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় নামে আর-একটি উচ্চ শিক্ষায়তন স্থাপন করিলেন। ইহাকে বিদ্যালয়-মাত্র বলিলে ভুল করা হইবে। ইহা একটি আন্দোলনের প্রতীক।

আর ইহার শাখাও কলিকাতার বাহিরে নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেযুগে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের সঙ্গেসঙ্গে খ্রীস্টান মিশনরীরা ভারতবাসীদের খ্রীস্টান করিবার জন্য চাঙ্গা হইয়া উঠে। মধুসূদন দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর (কিঞ্চিৎ পরে) প্রমুখ মেধাবী ছাত্রগণ পর পর খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করায় সাধারণের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ডাফের নেতৃত্বে পাদ্রীগণ দেশীয় পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তায় মফস্বলে গিয়াও এদেশীয়দের খ্রীস্টান করিতে আরম্ভ করেন। ইংরেজি শিখিলেই খ্রীস্টান হইবে এই ধারণাও তখন সাধারণের মনে বদ্ধমূল হইতে থাকে। এই ধারণা বদ্ধমূল হওয়ার আর একটি কারণও ছিল। পাদ্রীরা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিনাবেতনে পড়াইবার ছলে বাইবেল পড়াইতেন এবং ছাত্রদিগকে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণে প্ররোচিত করিতেন। ইহারই প্রতিষেধকরূপে হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় নামক অবৈতনিক ইংরেজি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। ইহাতে হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল প্রগতিবাদী সকল লোকেরাই অগ্রণী হইয়াছিলেন। রক্ষণশীল রাধাকান্ত দেবের সহায়ে প্রগতিপন্থী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর খ্রীস্টানী প্রতিরোধের জন্য যে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহারই একটি প্রধান ফল এই হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়।

দেবেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহন রায়ের অনুবর্তী হইয়া ইতিপূর্বেই ব্রাহ্মসমাজ পুনর্গঠন করিয়াছিলেন এবং একেশ্বরবাদের প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই আদর্শে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন (অক্টোবর ১৮৩৯)। হিন্দু ধর্মের সার বেদান্তের আদর্শের ভিত্তিতে তিনি এই সভার অধীন তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ১৮৪০ সনে স্থাপন করিলেন। এখানে বাংলা সংস্কৃত ও ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হইত। পল্লীবাসীর মধ্যে নূতন আদর্শে শিক্ষাপ্রসারের জন্য ১৮৪৩ সনের ৩০শে এপ্রিল হুগলী জেলার অন্তর্গত বংশবাটী গ্রামে এই পাঠশালাটি স্থানান্তরিত হয়।[৯]

---

৯ শিক্ষা-সমাজ ১৮৪৫-৪৬ সনের বার্ষিক রিপোর্টে (পৃ: ৭৭) বিদ্যালয়টি সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন :

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ছাত্রদের খ্রীস্টান হওয়ার বিরুদ্ধে বিশেষ কার্য করিয়াছিল। কিন্তু এমন-একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের অভাব তখন অনুভূত হইতেছিল যেখানে খ্রীস্টানীর আবহাওয়া হইতে দূরে থাকিয়া ছাত্রগণ বিনাবেতনে বিদ্যা অর্জন করিতে পারে। এই মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়। ইহার অধ্যক্ষ-সভার সভাপতি ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব এবং সম্পাদক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং। সুপ্রসিদ্ধ রামকমল সেনের জ্যেষ্ঠপুত্র হরিমোহন সেন ইহার অন্যতর সম্পাদক-পদে বৃত হইয়াছিলেন। হিন্দু কলেজের প্রখ্যাত ছাত্র ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইহার প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরে, তাঁহারই সতীর্থ রাজনারায়ণ বসু ইহার পরিদর্শকের পদ গ্রহণ করেন। হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল প্রগতিপন্থী সকল শ্রেণীর গণ্যমান্য ব্যক্তিরাই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-সভায় স্থান পাইয়াছিলেন। হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়ের আদর্শে কলিকাতার অনতিদূরে পানিহাটীতেও শীঘ্রই একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা এবং হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় দুইয়েরই মূল অনুপ্রেরক ও উদ্যোক্তা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৪৮ সনের প্রারম্ভে কলিকাতাস্থ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় দেবেন্দ্রনাথ একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়েন। ফলে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা উঠিয়া গেল। হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়ের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া পড়িল। তবে দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ সমাজ-নেতারা যে আন্দোলন উপস্থিত করেন তাহাতে খ্রীস্টধর্ম প্রচারকগণ অনেকটা নিস্তেজ

"Native education in the district [Hooghly]. There is an English school at Bansberia, an ancient seat of Hindoo learning, supported by Baboos Debendronath Tagore and Ramaprasaud Roy, the sons of distinguished fathers.

"It is established for the diffusion of Vedantic principles, but is conducted by an ex-student of this [Hooghly] College, who is himself not of that persuasion"

হইয়া পড়িলেন। ইংরেজি শিক্ষা যে খ্রীস্টান না হইয়াও লাভ করা যায় সাধারণের নিকট তাহাও বিশেষ করিয়া বোধগম্য হইতে লাগিল।

খ্রীস্টানীর স্রোত কিন্তু হিন্দু কলেজকেও স্পর্শ করিল। কিছুকাল যাবৎ কলেজ পরিচালনায় সরকারী অর্থ নিয়োজিত হইয়া আসিতেছিল, সুতরাং শিক্ষা-সমাজ ইহার নিয়ন্ত্রণে স্বীয় প্রভাব পুরাপুরি নিয়োজিত করিতে থাকেন। হিন্দু কলেজের মূল নিয়মে হিন্দু ব্যতীত কাহাকেও ভর্তি করা নিষিদ্ধ ছিল। ১৮৪৭-৪৮ সন নাগাদ এখানকার কোনো কোনো হিন্দু ছাত্র ও শিক্ষক খ্রীস্টান হওয়ায় হিন্দু-সমাজে আন্দোলন উপস্থিত হয়। কলেজের অধ্যক্ষ-সভার হিন্দু অধ্যক্ষগণও স্বভাবতই এইরূপ খ্রীস্টানীর বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ করিলেন। শিক্ষা-সমাজ শেষ পর্যন্ত জনমত অগ্রাহ্য করিতে না পারিলেও প্রথম হইতেই হিন্দু অধ্যক্ষগণের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়াই চলেন। আর নিজ সমর্থনে এমন যুক্তিও প্রদর্শন করিলেন যাহাতে বুঝা গেল—হিন্দু কলেজকে নিছক হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিতে কর্তৃপক্ষ আর রাজী নহেন। জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন শিক্ষা-সমাজের সভাপতির পদাধিকার-বলে ১৮৪৯ সন হইতে এই মতবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। বেথুন ও রাধাকান্ত দেবের মধ্যে এই বিষয়ে বাদানুবাদ চরমে উঠে এবং শেষ পর্যন্ত, ১৮৫০ সনের জুন মাসে প্রায় চৌত্রিশ বৎসর হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ থাকার পর রাধাকান্ত দেব এই পদ ত্যাগ করিলেন।

তবে বেথুনের সভাপতিত্ব-কালে বঙ্গদেশের উচ্চশিক্ষা যে একটি নূতন পথে অনুসৃত হইবে তাহারো আভাস পাওয়া গেল। বেথুন স্ত্রীশিক্ষার প্রধান উৎসাহদাতা এবং বেথুন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা রূপে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শিক্ষা-সমাজের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি ইংরেজি শিক্ষাকে একটি উদার অথচ দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইলেন। বাংলা ভাষার প্রতি কর্তৃপক্ষের অনমুরাগ সুবিদিত। হার্ডিঞ্জের নির্দেশে এক শত একটি আদর্শ বাংলা পাঠশালা স্থাপিত হইলেও ১৮৪৮ সনের মধ্যেই এগুলির অবস্থা অত্যন্ত

শোচনীয় হইয়া পড়ে। রাজনারায়ণ বসু এই সনের ১লা জুন অনুষ্ঠিত বাৎসরিক হেয়ার-স্মৃতিসভায় বক্তৃতা কালে এই বিদ্যালয়গুলির প্রতি কর্তৃপক্ষের অনাদরের কথা উল্লেখ করিয়া ইহাকে তাঁহাদের সপত্নীপুত্র আখ্যা দিয়াছিলেন! বেথুন ১৮৪৮-৪৯ সন হইতে কলিকাতায় ও মফস্বলে ছাত্রদের পুরস্কার-বিতরণী সভায় যেসব প্রকাশ্য বক্তৃতা দেন তাহার প্রত্যেকটিতেই ছাত্রদের মাতৃভাষা বাংলা চর্চার প্রয়োজনীয়তার প্রতি তিনি বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বেথুন অবশ্য ইংরেজির মাধ্যমেই শিক্ষাদানের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ মেকলের মত তাঁহারও ধারণা ছিল পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ-পূর্বক ভারতবাসীরা নিজেদের সুসংস্কৃত করিয়া তাঁহাদেরই অনুরূপ হইয়া উঠিবে! তখন ছাত্রগণ ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে যেসব পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ভাবধারা আহরণ করিতেছিলেন, বাংলা ভাষায় তাহা স্বদেশবাসীদের পরিবেশন করাও যে তাঁহাদের দায়, একথার উল্লেখ করিতে বেথুন কখনো ভুলিয়া যান নাই। তিনি নিজে হইতে উৎকৃষ্ট বাংলা রচনার জন্য বিভিন্ন কলেজের ছাত্রদের পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করিলেন। 'ক্যাপ্‌টিভ লেডী' পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া ইহার রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্তকে বাংলা ভাষায় মৌলিক গ্রন্থাদি প্রণয়নে স্বীয় প্রতিভা নিয়োজিত করিতে তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন। এই সময় হইতে বাংলা চর্চার দিকে ইংরেজি শিক্ষিতদের কমবেশি নজর পড়িতে লাগিল। ইংরেজি বিদ্যালয়ে বাংলাশিক্ষারও সূচনা হইল। বাংলা রচনা সিনিয়র পরীক্ষার প্রতিযোগীদের একটি অবশ্য পরীক্ষণীয় বিষয় ছিল। এই সময় হইতে রচনার উৎকর্ষের দিকে ছাত্রেরা অধিকতর মনোযোগী হইয়া উঠিলেন।

উচ্চশিক্ষার নূতন পর্ব

এই সময়কার বেসরকারী শিক্ষা-প্রচেষ্টার কথাও এখানে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি প্রতিষ্ঠাবধি সগৌরবে গৌড়জনকে ইংরেজি শিক্ষা দান করিয়া আসিতেছিল। ইহার অধীন পাঠশালায় বাংলা পঠন-পাঠনেরও ব্যবস্থা ছিল। এই বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা গৌরমোহন আঢ্য ১৮৪৬ ৩রা মার্চ ইহলোক ত্যাগ করিলে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর হরেকৃষ্ণ আঢ্যের উপর ইহার পরিচালনার ভার অর্শে। হরেকৃষ্ণের সময়ও ইহার উন্নতিতে কোনোরূপ ব্যাঘাত হয় নাই। ডি. এল্. রিচার্ডসন প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিগণ এখানে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সেমিনারিরই অন্যতম শিক্ষক গুরুচরণ দত্ত ১৮৫১, ৭ই আগস্ট ডেভিড হেয়ার অ্যাকাডেমি নামে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে পেরেণ্টাল অ্যাকাডেমির ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ উইলিয়ম কার্কপেট্রিক অধ্যক্ষ হইয়া আসেন। তাঁহার শিক্ষাদানে ছাত্রগণ শেক্সপীয়র মিণ্টন পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া ইংরেজি সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করিতে লাগিল। এখানে ছাত্রদের দ্বারা 'মার্চেণ্ট অব্ ভেনিস' সুন্দর ভাবে অভিনীত হইয়াছিল। কলিকাতায় শীল্স কলেজের কথাও পূর্বে যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়টি এসময় ছাত্রদের বিনাবেতনে ইংরেজি শিক্ষা দানে আত্মনিয়োগ করিতেছিল। খ্রীস্টানীর প্রাবল্য কমিয়া আসিলে সমাজ-নেতৃবর্গের অনাদর হেতু হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয়ের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া পড়ে। তথাপি এদেশবাসীদের মধ্যে জাতীয়তার ভিত্তিতে এখানকার উচ্চশিক্ষা-দান সর্বদা স্মরণ করা কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে পেরেণ্টাল অ্যাকাডেমিক ইন্স্টিটিউশন বা সংক্ষেপে পেরেণ্টাল অ্যাকাডেমির নামও উল্লেখযোগ্য। এই প্রতিষ্ঠানটি প্রধানত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলেদের জন্য ১৮২৩ সনের ১লা মার্চ জে. ডব্লিউ. রিকেটস্ কর্তৃক স্থাপিত হয়। ১৮৪৯-৫০ সন নাগাদ বহু বাঙালী সন্তানও এখানে অধ্যয়নে রত ছিল।

১৮৪৮-৪৯ সনে পাদ্রী জেম্‌স লঙের অধ্যক্ষতায় চার্চ মিশনরী সোসাইটি কর্তৃক সেণ্ট পল্‌স স্কুল স্থাপিত হইলে তাহাও এদেশীয়দের ইংরেজি শিক্ষা লাভে বিশেষ সহায়তা করে। মুসলমানগণও পঞ্চম দশকের মাঝামাঝি ইংরেজি শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হইয়া এই স্কুল দুইটিতে বেশি করিয়া ভর্তি হয়।

উচ্চশিক্ষার প্রসারের প্রতি শিক্ষা-সমাজের আগ্রহ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছিল। বেথুনের প্রেরণায় ইহার কর্মকে প্রসারিত করিবার চেষ্টা হয় বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। তিনি বাঙালী ছেলেদের মাতৃ-ভাষা বাংলা চর্চার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়াছি। ১৮৫২, ১৯শে এপ্রিল হার্ডিঞ্জ-প্রতিষ্ঠিত বঙ্গবিদ্যালয়সমূহের পরিচালনার ভার সরকার শিক্ষা-সমাজের উপর অর্পণ করিলেন এই বিশ্বাসে যে, ইহার দ্বারা এগুলির যথোচিত উন্নতি হইতে পারিবে। কিন্তু বেথুন তখন পরলোকগত ; আর শিক্ষা-সমাজের অধিকাংশ সদস্য ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অত্যধিক আগ্রহশীল। একারণ নূতন পরিচালনায়ও এই বিদ্যালয়গুলির বিশেষ কোনো উন্নতি হইতে পারিল না। বলা বাহুল্য, এগুলির অবস্থা আগে হইতেই খারাপ হইয়া পড়িতেছিল। শিক্ষা-সমাজ বাংলাদেশের সর্বত্রই শিক্ষা-ব্যবস্থা তথা স্কুল-কলেজ নিয়ন্ত্রণ করিলেও কলিকাতার হিন্দু কলেজ সম্পর্কেই ইহার নজর ছিল বেশি, আর ইহার নিয়ন্ত্রণে অধিকতর তৎপর হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার কারণও ছিল। কেন্দ্রস্থলের একটি প্রথমশ্রেণীর উচ্চতম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়াই শিক্ষা-বিষয়ক নীতি-পদ্ধতি প্রবর্তন করা সহজ ও সমীচীন। তখনও হিন্দু কলেজের পরিচালক-সভায় হিন্দু-প্রধানেরা সদস্য ছিলেন। হিন্দু কলেজ তখন সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, শিক্ষা-সমাজ নিজ ইচ্ছামতই সকল কাজ করিয়া যাইতে চাহিলেন, কন্তু খতন জনমতও ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল। উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া নব্য হিন্দু-সমাজ পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে ক্রমে পরিচিত হয়, আর পশ্চিমের দেশসমূহের ন্যায় জনমতের যে একটা শক্তি আছে তাহা এদেশে অল্পবিস্তর অনুভূত হইতে থাকে। হিন্দু কলেজে ব্যবহার-শাস্ত্র অধ্যয়নের ফলেও

আইনের প্রয়োগ সম্বন্ধে নব্যশিক্ষিতেরা সচেতন হইয়া উঠেন। শিক্ষা-সমাজ হিন্দু কলেজ পরিচালনা ব্যাপারে কখনো কখনো এসকল বিষয় ভুলিয়া গিয়া জনমত উপেক্ষা করিয়া চলিতেন।

একারণ হিন্দু কলেজ লইয়া শিক্ষা-সমাজ এবং হিন্দু সাধারণের মধ্যে ১৮৫৩ সনের প্রারম্ভে পুনরায় একটি আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। হীরাবুলবুল নামক এক গণিকার পুত্রকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করায় এই আন্দোলনের সূচনা। হিন্দু সমাজের পক্ষে ইহার নাম কাটিয়া দেওয়ার দাবি উত্থিত হইল। কিন্তু শিক্ষা-সমাজ ইহাকে কলেজ হইতে ছাড়াইয়া না দিয়া আপন জিদ বজায় রাখেন। ইহা হইতে একটি সুফল ফলিল। হিন্দু-নেতৃবর্গ ব্যক্তিগত বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলিয়া পুনরায় একতাবদ্ধ হইলেন এবং শিক্ষা-সমাজের অবিমৃষ্যকারিতার উপযুক্ত জবাব-স্বরূপ ১৮৫৩ সনের ২রা মে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ নামে কলিকাতায় একটি উচ্চতম-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলেন। হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যেমন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অগ্রণী হইয়াছিলেন এবারে সেইরূপ উদ্যোগী হইলেন ওয়েলিংটনস্থ দত্ত-পরিবারের বিখ্যাত রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয়। প্রথম হইতেই সুবিজ্ঞ অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের দ্বারা অধ্যাপনা-কার্য আরম্ভ হয়। হিন্দু কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ডি. এল্. রিচার্ডসন অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তিনি ১৮৪৯ সনে শিক্ষা-সমাজ তথা বেথুন সাহেবের নির্দেশে হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি ও অন্যান্য দেশীয় প্রতিষ্ঠানে কিছুকাল ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা-কার্যে লিপ্ত থাকেন। কলেজে বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন পরবর্তী কালের সুবিখ্যাত নাট্যকার পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন বা 'নাটুকে রামনারাণ'। হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের সূচনাতেই গুরুচরণ দত্তের ডেভিড-হেয়ার অ্যাকাডেমি ও মতিলাল শীলের শীল্‌স ফ্রি কলেজ আসিয়া ইহার সঙ্গে যুক্ত হইল এবং ইহার কার্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিল। এইরূপ সার্থক প্রতিবাদে শিক্ষা-সমাজেরও চোখ খুলিল। তাঁহারা অগত্যা হিন্দু কলেজ হইতে হীরাবুলবুলের পুত্রকে

সরাইয়া দিলেন। ইহার পরে ক্রমশঃ সরকারী শিক্ষা-নীতির রদ-বদল হওয়ায় হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজেরও সু‍দিন চলিয়া যায়। কিন্তু সে অন্য কাহিনী।

এই সময়কার সরকারী শিক্ষা-নীতি ও শিক্ষা-সমাজের কার্যকলাপ সম্বন্ধে এখন কিছু বলিব। উচ্চশিক্ষা ব্যাপকতর করা সরকারের উদ্দেশ্য; কাজেই শিক্ষা-সমাজের নিয়ন্ত্রণাধীন নিম্নলিখিত জেলা শহরগুলিতে ১৮৫৩, অক্টোবরে প্রদত্ত বাংলা-সরকারের আদেশবলে সরকারী জেলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল—

স্কুল	প্রতিষ্ঠা-কাল	
বহরমপুর কলেজ	১ নবেম্বর	১৮৫৩
বালেশ্বর স্কুল	„	„
পুরী স্কুল	„	„
আরা স্কুল	„	„
বগুড়া স্কুল	„	„
নোয়াখালি স্কুল	„	„
ময়মনসিংহ স্কুল	৫ নবেম্বর	„
পূর্ণিয়া স্কুল	২ ডিসেম্বর	„
বরিশাল স্কুল	১৬ ডিসেম্বর	„
সারণ স্কুল	১ মে	১৮৫৪

ফরিদপুর ইংরেজি বিদ্যালয় স্থানীয় লোকেরা নিজ দায়িত্বে ১৮৩০ সনের জানুয়ারি মাসে স্থাপন করিয়াছিলেন। সরকার ১৮৫৩, নবেম্বর মাসে ইহার ভারও স্বহস্তে লইলেন।

হিন্দু কলেজ লইয়া যেমন ১৮৫৩ সনের প্রারম্ভেই শিক্ষা-সমাজ দেশীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে বাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত হন তেমনি কলিকাতা মাদ্রাসা লইয়াও এই সনেই তাঁহারা বিষম ফাঁপরে পড়িলেন। মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ডক্টর স্প্রেঙ্গার কতকগুলি নূতন নিয়ম প্রবর্তন করিলে ছাত্রদের মধ্যে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। তাহারা অধ্যক্ষের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া স্বমতে

চলিতে লাগিল। শিক্ষা-সমাজের পক্ষে সেক্রেটারি এফ্. জে. মৌএট এবিষয়ে অনুসন্ধান করিতে গিয়া ১৮৫৩, ৪ঠা আগস্ট বাংলা-সরকারের নিকট যে রিপোর্ট পেশ করেন তাহাতে সকল বাদ-বিসম্বাদের স্থায়ী মীমাংসার উদ্দেশ্যে মুসলমান বা হিন্দু কোনো সম্প্রদায়ের জন্যই কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠান না রাখিয়া একটি সাধারণগম্য সরকারী কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। হিন্দু কলেজ তখন সরকারী কলেজেই পরিণত হইয়াছে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছাত্র এখানে ভর্তি হইবার অধিকার পাইলে আলাদা কলেজ প্রতিষ্ঠার আর আবশ্যক থাকে না। এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া শিক্ষা-সমাজ হিন্দু কলেজের দেশীয় অধ্যক্ষদের সঙ্গে ১৮৫৩, ২৭শে নবেম্বর এক সভায় সম্মিলিত হইলেন। এই সভা হইতে হিন্দু কলেজ পরিচালনা ও পুনর্গঠনাদি সম্বন্ধে যেসব আলোচনার সূত্রপাত হয় তাহারই পরিণতি হয় প্রেসিডেন্সী কলেজ ও হিন্দু স্কুল দুইটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গঠনের মধ্যে। ১৮৫৪ সনের ১লা ফেব্রুয়ারি কলেজের সেক্রেটারী রসময় দত্ত অধ্যক্ষ জেম্স সি সাট্‌ক্লিফের হস্তে সমস্ত ভার দিয়া অবসর গ্রহণ করিলেন। অধ্যক্ষগণও নিজ নিজ পদ ত্যাগ করিয়া নূতন ব্যবস্থানুযায়ী কার্য অনুসৃত হইবার সুযোগ করিয়া দিলেন। তবে তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে কলেজের গচ্ছিত তহবিল হইতে উৎকৃষ্ট ছাত্রদের কয়েকটি বৃত্তি দেওয়া হইবে স্থির হইল। ১৮৫৪ সনের ১৫ই জুন কোম্পানির ডিরেক্টর-সভার অনুমোদন সাপক্ষে স্বতন্ত্র ভাবে প্রেসিডেন্সী কলেজের কার্য আরম্ভ হইল। প্রথম বারেই এক শত এক জন ছাত্রের মধ্যে দুই জন মুসলমান ছাত্র ভর্তি হইল। প্রেসিডেন্সী কলেজের দ্বার তখন সকল শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের নিকটেই উন্মুক্ত হইয়া একটি পুরাপুরি সাধারণগম্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ডিরেক্টর-সভার নিকট হইতে এই ব্যবস্থার অনুমোদন পত্র ১৮৫৪, ১৩ই ডিসেম্বর আসিয়া পৌঁছিল। ১৮৫৫ সনের ১৫ই জুন হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজের দ্বার প্রকাশ্যভাবে উন্মোচিত হইল। হিন্দু স্কুল হিন্দু কলেজের স্মৃতি বহন করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে ডিরেক্টর-সভা ১৮৫৪, ১৯শে জুলাই তারিখে ভারতবর্ষের

শিক্ষা সম্পর্কে একটি সারগর্ভ ডেস্‌প্যাচ বা বিধানপত্র এদেশে পাঠান। ভারতবর্ষের ইংরেজাধিকৃত প্রদেশসমূহে, বিশেষতঃ কলিকাতা বোম্বাই ও মাদ্রাজে শিক্ষা যেরূপ দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল তাহাতে ইহাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া আরও ব্যাপকতর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছিল। ইহারই ফল উক্ত ডেস্‌প্যাচ। এরূপ প্রকাশ, বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল ডিরেক্টর-সভার পক্ষে একশতটি অনুচ্ছেদ-সম্বলিত এই সুদীর্ঘ বিধানপত্রখানি রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে শিক্ষাবিষয়ক বহু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ রহিয়াছে; পরবর্তী শিক্ষা-ব্যবস্থা এইসকল নির্দেশ অনুযায়ীই নির্ধারিত হয়। একারণ এখানিকে 'Charter of Indian Education' বা ভারতবর্ষের শিক্ষা-সনদ বলা হইয়া থাকে। ইহাতে উচ্চশিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে যেমন আলোচনা আছে, তেমনি আলোচনা রহিয়াছে প্রাচ্য ভাষা—সংস্কৃত-আরবি-ফারসি, ইংরেজি ভাষা এবং দেশভাষাসমূহের শিক্ষা ও উন্নতি সম্পর্কে। কলিকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে সত্বর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নির্দেশও ইহাতে দেওয়া হয়। বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা-সমাজ বা শিক্ষা-সভা তুলিয়া দিয়া শিক্ষাকে সরকারী বিভাগসমূহের মধ্যে একটির মর্যাদা দানের এবং ইহার ভার প্রত্যেকটি প্রদেশে নবনিযুক্ত এক একজন ডিরেক্টর অব্ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শন বা আধুনিক পরিভাষায় শিক্ষা-অধিকর্তার উপর অর্পণের কথা থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা ১৮২৩ সনের জুলাই মাস হইতে সরকার-নিযুক্ত শিক্ষা-সভা (জেনারেল কমিটি অব্ পাব্‌লিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শন) এবং ১৮৪২ সন হইতে শিক্ষা-সমাজ (কৌন্সিল অব্ এডুকেশন) পরিচালনা করিয়া আসিতেছিলেন। ডিরেক্টর-সভা প্রেরিত ডেস্‌প্যাচের নির্দেশ অনুসারে স্থানীয় সরকারের আদেশে ১৮৫৫ সনের ২৭শে জানুয়ারি শিক্ষা-সমাজ নূতন শিক্ষা-অধিকর্তা উইলিয়ম গর্ডন ইয়ঙের উপর শিক্ষা-পরিচালনার ভার দিয়া চিরতরে অন্তর্হিত হইলেন। শিক্ষা-সমাজের শেষ রিপোর্ট হইতে বিদায়ী কথাগুলি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

"The increased importance given to the work of Education by the despatch of August 1854, having involved the remodelling of existing arrangements, the Council cheerfully resigned their duties to the charge of the new department of Public Instruction; and, in presenting this their last report, desire to express their thanks to Government for the courteous attention and support which has uniformly been accorded to their views and recommendations."

ইহার পর সরকার উচ্চশিক্ষা তথা ইংরেজি শিক্ষা সম্বন্ধেও নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। পূর্বে উচ্চশিক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষা— শিক্ষার মধ্যে এইরূপ দুইটি সীমারেখা মাত্র টানা হইত। 'সেকেণ্ডারি এডুকেশন' বা মাধ্যমিক শিক্ষা উচ্চশিক্ষারই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখন শিক্ষা-বিভাগ পুনর্গঠিত হওয়ায় উচ্চতম শিক্ষা (কলেজে প্রদত্ত), মাধ্যমিক শিক্ষা (উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রদত্ত) এবং প্রাথমিক শিক্ষা (বাংলা পাঠশালায় প্রদত্ত) এইরূপ ত্রিধারায় আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা বিভক্ত হইয়া পড়িল। শিক্ষা-অধিকর্তা সকল বিভাগের উপর কর্তৃত্ব করিলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গেসঙ্গে প্রধানত মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণেই স্বীয় শক্তি প্রয়োগ করিতে থাকেন। অবশ্য সরকারী প্রতিষ্ঠানমাত্রেই তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানতঃ কলেজি শিক্ষাকেই নিয়ন্ত্রিত করিবে, যদিও প্রবেশিকা হইতে উচ্চতম পরীক্ষাও ইহার নির্দেশে চলিবে, ডেস্‌প্যাচে ইহাও লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

উপরি-উক্ত ডেস্‌প্যাচ প্রেরণের অব্যবহিত পরেই ডিরেক্টর-সভা হিন্দু কলেজ সম্পর্কিত নূতন ব্যবস্থার যে অনুমোদন-পত্র লেখেন তাহাতে ভাবী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কেও কতকগুলি কার্যকরী নির্দেশের উল্লেখ ছিল। তাঁহাদের মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্য পরিচালনার কেন্দ্র হইবে প্রেসিডেন্সী কলেজ। এই কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্যবহার-শাস্ত্র, বিজ্ঞানাদি শিক্ষা-বিষয়ে ব্যবস্থা থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত স্বতন্ত্র কোনো

বিভাগ প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাদি পরিচালনার ব্যবস্থা এই কলেজে হইতে পারিবে, কিন্তু পরীক্ষা গ্রহণ এবং উপাধিদানের অধিকার থাকিবে একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়েরই। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অনুমোদিত ও অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেরই কোনোরূপ অধিকার থাকিবে না স্থির হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ সাট্‌ক্লিফই ইহার প্রথম রেজিস্ট্রার হইয়াছিলেন। ভারত-সরকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে কলিকাতার সরকারী-বেসরকারী শিক্ষা-বিদ্‌ ও পদস্থ ব্যক্তিদের লইয়া ১৮৫৬ সনে একটি কমিটী গঠন করেন। কমিটীতে বাঙালিদের মধ্যে ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায় ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কমিটীর রিপোর্টকে ভিত্তি করিয়া ১৮৫৭, ২৪শে জানুয়ারি তারিখে বিধিবদ্ধ আইন অনুযায়ী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল।

উচ্চশিক্ষার ফলাফল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার (১৮৫৭) পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গদেশে উচ্চ-শিক্ষার কথা এখানে সংক্ষেপে বিবৃত হইল। ইংরেজিকে শিক্ষার বাহন করিবার কথা ১৭৯২ ও ১৭৯৭ সনে সার চার্লস গ্রাণ্ট উত্থাপন করিলেও ১৮৩৫ সনের পূর্বে সরকার কর্তৃক তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। এই দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ব্রিটিশের রাজ্যবিস্তার এবং শাসন-প্রণালীর সঙ্গেসঙ্গে শিক্ষা-নীতিরও রদবদল হয়। প্রাচ্যবিদ্যা-চর্চায় অর্থদান, জনশিক্ষায় সহানুভূতি প্রদর্শন, প্রাচ্যভাষা সংস্কৃত ও আরবিকে শিক্ষার বাহন নির্ধারণ— সমুদয়ই শাসন-প্রণালীর অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া লইলে শাসকজাতির মনোভাব বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। এদেশে ইংরেজ যতই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল ততই পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান এদেশীয়দের মধ্যে প্রথমে প্রাচ্য ভাষার

মারফত এবং পরে শাসকজাতির ভাষা ইংরেজির মাধ্যমে পরিবেশন করা আবশ্যক বিবেচিত হইল। দেশশাসনে এদেশবাসীর সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রয়োজন এবং তাহা সম্ভব হইবে যদি ইহাদিগকে পাশ্চাত্ত্য-ভাবাপন্ন করা যায়—এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই কর্তৃপক্ষ ইংরেজি শিক্ষার দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। অবশ্য গত শতাব্দীর তৃতীয় দশক নাগাদ একদল অনভিজ্ঞ যুবক সিবিলিয়ান এমন ভাব দেখাইতে থাকেন যে, এদেশীয় ভাষা সাহিত্যে শুধু আজগুবি কথাই রহিয়াছে, উচ্চ চিন্তা বা ভাব ইহার মধ্যে আদৌ নাই, বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইলে এগুলি বর্জন করিয়া ইংরেজিরই আশ্রয় লইতে হইবে !

তবে ভারতবাসী তথা বাঙালিরা যে উচ্চশিক্ষার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিতেছিল, সে কিসের জন্য ? ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে যখন ইংরেজি শিক্ষার উদ্দেশ্যে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার আয়োজন হয়, তখন সরকারী চাকুরিতে খুব কম বাঙালিই নিয়োজিত হইতেন। সরকারী কোনো কোনো বিভাগে এদেশীয়দের নিয়োগ একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। ইংরেজি শিখিয়া উচ্চ রাজকার্যে নিয়োজিত হইবেন—একমাত্র এ ধারণার বশবর্তী হইয়াই যে তাঁহারা তখন ইংরেজি শিক্ষায় প্রয়াসী হইয়াছিলেন, একথা জোর করিয়া বলা যায় না। আইন-আদালতেও তখন ফারসি ভাষার চল। তবে ব্যবসাক্ষেত্রে ও অন্যান্য রাজকার্যে ইংরেজের সংস্পর্শে বাঙালিদের প্রতিনিয়ত আসিতে হইত। উচ্চমনা ইংরেজেরও তখন অভাব ছিল না। তাঁহাদের মারফত ইংরেজি সাহিত্যের উৎকর্ষ এবং ইংরেজ চরিত্রের সদ্‌গুণাবলী উপলব্ধি করিয়াও ইহার দিকে বাঙালি-প্রধানেরা আকৃষ্ট হইয়া থাকিবেন। ইংরেজের সঙ্গে বিদ্যা-বুদ্ধিতে সমান তালে চলিতে হইলে ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান আয়ত্ত করা দরকার একথাও হয়তো তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন। বিশেষত রাজা রামমোহন রায়ের ইংরেজ-সংস্পর্শ এবং তাঁহার অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলের ইংরেজি শিক্ষাদান-প্রণালী ইহাই সূচিত করে।

তখন বাঙালিরা ইংরেজি শিক্ষার দিকে ঝুঁকিতে আরম্ভ করেন বটে, কিন্তু

দেশভাষা কি দেশীয় শিক্ষাপ্রণালীর উন্নতি করিতেও তাঁহারা ভুলিয়া যান নাই। দেশীয় পাঠশালাসমূহ সুসংস্কৃত করিয়া কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের পুস্তক সেখানে প্রবর্তন করিবার ব্যবস্থা হয়। আরও নিয়ম ছিল যে, আট বৎসর বয়সের পূর্বে কাহাকেও ইংরেজি শিখিতে দেওয়া হইবে না। এ হেতু আট বৎসর বয়স পর্যন্ত শুধু বাংলা পুস্তক পাঠ করায় শিক্ষার বুনিয়াদ অনেকটা পাকা হইয়া যাইত। ১৮৩৫ সনের পূর্বে হিন্দু কলেজে ও অন্যত্র যেসব যুবক ইংরেজি শিক্ষা লাভ করিয়াছিল তাহারা প্রায় প্রত্যেকেই মাতৃভাষা বাংলাতেও দক্ষ হইয়া উঠিত। তখন মাতৃভাষাকে ভিত্তি করিয়া শিক্ষাসৌধ স্বাভাবিক ভাবে গড়িয়া উঠিবার অবকাশ পাইয়াছিল। ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষাও এহেতু বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। ১৮৩৫ সনে শিক্ষার বাহন ইংরেজি ধার্য হওয়ায় এবং বাংলা-শিক্ষার প্রতি সরকার বিশেষ অনাদর প্রদর্শন করায় পরবর্তী কুড়ি বৎসরের ইংরেজি শিক্ষা তেমন পাকা বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। শাসন-নীতির পরিবর্তন হেতু বেসরকারীভাবে বাংলা-শিক্ষার যে প্রচেষ্টা চলিয়াছিল, তাহাতে সাফল্যলাভের বিশেষ কোনোই আশা ছিল না। ১৮৩৫ সনের পূর্ব ও পরবর্তী কালের ইংরেজি শিক্ষিতদের উৎকর্ষের তারতম্য সম্বন্ধে সংবাদপত্রের উক্তি এখানে উদ্ধৃত করিব। কাশীপ্রসাদ ঘোষ-সম্পাদিত 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সা'র ৯ জানুয়ারি ১৮৫৪ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে'র একটি উক্তির অনুবাদ এইরূপ দিয়াছেন—

"When the Hindu College was under native management it was in a flourishing state; and such clever students as the Rev. K. M. Banerjea, Babu Russick Krishna Mullick, Ramgopal Ghose, Tarachand Chuckerbutty, Horro Chunder Ghose, Kasipersaud Ghose, Gunganarain Sen, Obinas Chunder Ganguly and others came out of this Institution....But the students that now come out after passing the prescribed examination, cannot be compared with the names given above.

The reason of this is, that the Hindu College being entirely under the control of the Council of Education, the routine of studies has been much altered and not for the better."

১৮৫৬, ২৮শে মে সংখ্যার 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে ইহার পরিপূরক হিসাবে আর একটি উদ্ধৃতি দিতেছি—

"বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ টৌনহালে এক এক সভায় দণ্ডায়মান হইয়া স্বদেশের উপকারার্থ এক এক দিবস ইংরেজিতে এমত বক্তৃতা করিয়াছেন যে তৎশ্রবণে বড় বড় সাহেবেরা সন্তুষ্ট হইয়া সাধুবাদ করিয়াছেন, শ্রীযুত বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর দেব, শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুত বাবু গঙ্গাচরণ সেন প্রভৃতি যেরকম ইংরেজি লিখিতে পারেন সেইরূপ সুলেখক এইক্ষণে প্রায় কেহই হইতে পারেন না…।"

এরূপ অবস্থার যেসকল কারণ নির্ণীত হইয়াছে তাহার মধ্যে বাংলা-শিক্ষার অনাদর একটি, নিঃসন্দেহ। ১৮৩৫-৫৫, এই বিশ বৎসরের মধ্যে হিন্দু কলেজ, হুগলী কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ ও ঢাকা কলেজ হইতে বহু উৎকৃষ্ট ছাত্র উচ্চতম বৃত্তি লইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু পূর্বে যেমন বলিয়াছি, সরকারী শাসন-নীতির রদবদল হওয়ায় তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকে কোনো-না-কোনো সরকারী বিভাগের কর্মে রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইংরেজি শিক্ষিতদের উচ্চতন চাকুরী দেওয়া হইবে—এই সরকারী নীতি যুবকদের অন্যবিধ শিক্ষার চেয়ে ইংরেজি শিক্ষার দিকেই বেশি করিয়া প্রলুব্ধ করিয়াছিল। পূর্বে যেমন সরকারী কর্মচারীরা নিজ কার্য ব্যতিরেকেও জনসাধারণের হিতকর কর্মে নিজেদের নিয়োজিত করিতে পারিতেন, শাসন-ব্যবস্থা সুদৃঢ় হইবার সঙ্গেসঙ্গে তাহা আর তেমন সম্ভব হইল না। ঐরূপভাবে সাধারণের সহিত সংযোগ রক্ষাও ক্রমে তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িল। পরবর্তী-কালে যে ইংরেজি শিক্ষিতেরা, বিশেষত সরকারী চাকুরিয়ারা একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত হইয়া আত্মকেন্দ্রিক হইয়া পড়ে তাহার সূচনা এই সময়েই দেখিতে পাই।

১৮৫৪ সনের ডেস্‌প্যাচের নির্দেশ অনুযায়ী দেশমধ্যে বাংলাশিক্ষা প্রসারের দায়িত্ব সরকার পুনরায় গ্রহণ করেন বটে, এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিগণ উপযুক্ত গ্রন্থকার ও সহকর্মীর সহযোগিতায় তাহাতে অনেকটা কৃতকার্যও হন নিঃসন্দেহ; কিন্তু যে উচ্চশিক্ষা দেশমধ্যে সরকারী স্বার্থের খাতিরে ও উৎসাহে একবার দৃঢ়মূল হইয়া পড়িয়াছিল তাহা উত্তরোত্তর শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে এবং জাতির দৃষ্টিকেও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। কিন্তু উচ্চশিক্ষা তথা ইংরেজি শিক্ষা লাভে আমাদের যে বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল তাহাও অস্বীকার করিলে চলিবে না। ইংরেজের সঙ্গে সমান তালে টক্কর দিতে আরম্ভ করায় তাহারা বাঙালিদের উপর দ্বেষ-বিদ্বেষে এতই জর্জরিত হইয়া উঠে যে, ভিন্ন ভাবে ভাবুক বাঙালি জাতিকে সিপাহী যুদ্ধের (১৮৫৭-৫৮) প্রশ্রয়দাতা বলিয়াও দাবাইয়া রাখিতে ইংরেজ পক্ষে চেষ্টা হইয়াছিল। আবার ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে এক-জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির সহায়ক হইয়াছে এই ইংরেজি শিক্ষা বিশেষ ভাবে। উচ্চশিক্ষা যে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন হিতকর বা অহিতকর হয় নাই তাহা বলাই বাহুল্য।

স্বীকৃতি

পুস্তক-রচনায় বিভিন্ন প্রামাণিক গ্রন্থ ও রিপোর্টের সাহায্য লইয়াছি। *Selections from Educational Records*, Parts I and II-এ ১৭৮১ হইতে ১৮৫৯ সন পর্যন্ত সরকারী শিক্ষা-নীতি বিষয়ক বহু তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। শিক্ষা-সভা ও শিক্ষা-সমাজের বার্ষিক রিপোর্টগুলি উচ্চশিক্ষার ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার পক্ষে অপরিহার্য। অ্যাডামের এডুকেশন রিপোর্ট (১৮৩৫, '৩৬ ও '৩৮) এবং সেযুগের সংবাদপত্র শিক্ষাবিষয়ক সংবাদের আকর-স্বরূপ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুখ্যত 'সমাচার দর্পণ' হইতে সংকলিত 'সংবাদ-পত্রে সেকালের কথা' ১ম ও ২য় খণ্ডেও (১৮১৮-৪০, ৩য় সং) এ সম্বন্ধে অনেক তথ্য মিলিবে। 'বেঙ্গল হরকরা', 'ইংলিশম্যান', 'ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া', 'সংবাদ প্রভাকর', 'সম্বাদ ভাস্কর', 'এশিয়াটিক জর্নাল', 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকাদিতে বিস্তর তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। হিন্দু কলেজ অধ্যক্ষ-সভার হস্তলিখিত 'প্রোসিডিংস' বা কার্য-বিবরণ (১৮১৬-৫০) ব্যবহার করিবার সৌভাগ্যও আমার হইয়াছে। চার্লস লাসিংটনের *History, Design, and Present State of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions founded by the British in Calcutta and its Vicinity* (1824) নামক তথ্যবহুল পুস্তকে সেযুগের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। *The Agra and Calcutta Gazetteer* (1841)-এ সমসাময়িক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। চার্লস ই. ট্রেভেলিয়ান-কৃত *On the Education of the People of India* (1838) এবং জে. কার প্রণীত *Review of Public Instruction in the Bengal Presidency from 1835 to 1851*, Parts I & II (1852) পুস্তক দুইখানিতে তৎকালীন শিক্ষা-ব্যবস্থার একটি তথ্যমূলক সুন্দর ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজ, হুগলী কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ,

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী, বেথুন কলেজ প্রভৃতির শতবার্ষিকী ইতিহাস-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল হইতেও ইংরেজি শিক্ষা-বিস্তারের কথা জানা যায়। শ্রীযুত জিতেন্দ্রমোহন সেন-কৃত *History of Elementary Education in India* (2nd. ed 1941) পুস্তকে প্রধানত প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা থাকিলেও গোড়ার দিকের ইংরেজি শিক্ষার কথাও ইহাতে আছে। এইসকল রিপোর্ট, পত্র-পত্রিকা এবং পুস্তকাদি বর্তমান পুস্তক রচনায় বিশেষ উপকরণ জোগাইয়াছে। যাঁহারা আমাকে দুষ্প্রাপ্য পুস্তকাদি দিয়া সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদের, এবং বিশেষভাবে আচার্য শ্রীযদুনাথ সরকার মহাশয়ের নাম কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

নির্দেশিকা

নির্দেশিকা

বি শ্ব বি দ্যা সং গ্র হ

॥ শিক্ষা-প্রসঙ্গ ॥

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

শিক্ষাপ্রকল্প

শ্রীঅনাথনাথ বসু

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা

ডক্টর সুখেনলাল ব্রহ্মচারী

শিশুর মন

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বাংলার স্ত্রীশিক্ষা

বাংলার জনশিক্ষা

শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায়

মনস্তত্ত্বের গোড়ার কথা

॥ প্রতি গ্রন্থের মূল্য আট আনা ॥